# সাহসী মানুষের গল্প ২

মোশাররফ হোসেন খান

# সাহসী মানুষের গল্প

## ২

www.icsbook.info

www.icsbook.info

# সাহসী মানুষের গল্প ২

মোশাররফ হোসেন খান

আইসিএস প্রকাশনী

www.icsbook.info

প্রকাশনায়
আইসিএস প্রকাশনী
৪৮/১-এ পুরাণা পল্টন, ঢাকা-১০০০

প্রথম সংস্করণ
পৌষ : ১৪০৬
ডিসেম্বর : ১৯৯৯
রমযান : ১৪২০

মুদ্রণে
জিসী প্রিন্টার্স
৩৮/২-খ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

দাম
৪০ টাকা

www.icsbook.info

জীবনের চেয়ে দৃপ্ত মৃত্যু তখনি জানি
শহীদী রক্তে হেসে ওঠে যবে জিন্দেগানী

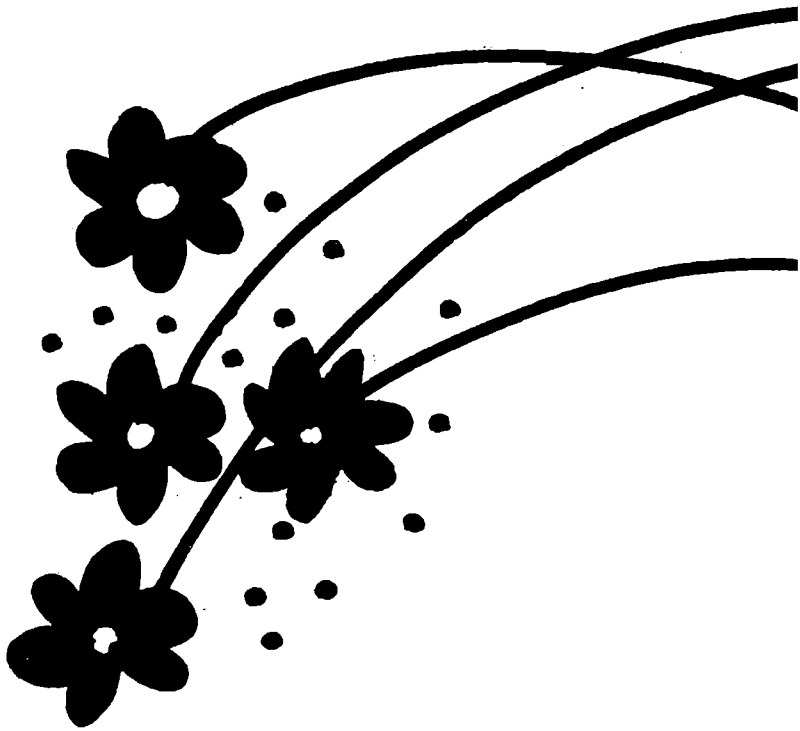

## উৎসর্গ

দীন প্রতিষ্ঠায় সাহসী ভূমিকা রাখতে
যে সব কিশোর যুবক জীবন বিলিয়ে দিলো

www.icsbook.info

## আইসিএস প্রকাশনীর অন্যান্য বই

১. রক্তাক্ত জনপদ
২. ইসলামী আন্দোলানের কমীদের পারস্পারিক সম্পর্ক
৩. ইসলামী আন্দোলন ঃ সাফল্যের শর্তাবলী
৪. চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান
৫. সাহসী মানুষের গল্প - ১
৬. মোদের চলার পথ ইসলাম
৭. আদর্শ কিভাবে প্রচার করতে হবে
৮. মুক্তির পয়গাম
৯. এসো আলোর পথে
১০. আমরা কি চাই? কেন চাই? কিভাবে চাই?
১১. কর্মপদ্বতি
১২. সংবিধান

www.icsbook.info

## গল্পসূচী


| | |
|---|---|
| ১. ঘাসের কাফনে ঘুমান সৈনিক | ০৯ |
| ২. সাহসের আগ্নেয়গিরি | ১৯ |
| ৩. দুধের পেয়ালায় শহীদের মুখ | ২৬ |
| ৪. জ্ঞান সমুদ্রের দুঃসাহসী নাবিক | ৩৩ |
| ৫. বন্দীর সামনে তপ্ত কড়াই | ৩৯ |
| ৬. নক্ষত্রের ঘোড়া | ৪৬ |
| ৭. জুব্বার ভেতর জোছনার পাখি | ৫২ |
| ৮. অপূর্ব প্রতিশোধ | ৫৭ |
| ৯. খোঁড়া পায়ে ঘোড়ার গতি | ৬৫ |


www.icsbook.info

www.icsbook.info

# ঘাসের কাফনে ঘুমান সৈনিক

অত্যন্ত সুন্দর, সুদর্শন একটি যুবক। নাম মুসয়াব ইবন উমাইর। মক্কার প্রতিটি মানুষ তাকে অবাক হয়ে দেখে।

মুসয়াব ছিলেন পরিবারের দারুণ আদরের ধন। চোখের মণি। মায়ের অর্থের কোনো অভাব ছিল না। সেই সম্পদ দুই হাতে খরচ করতেন মুসয়াব। তিনি ছিলেন যেমন সৌখিন, তেমনি রুচিবান।

ভোগ বিলাসের প্রতি ছিল তার বেজায় ঝোঁক। জীবনের প্রথম দিকে।

খুব মূল্যবান পোশাক পরতেন মুসয়াব। আর শরীরে মাখতেন রাজ্যির যত্তসব দামী দামী খোশবু, সুগন্ধি।

মুসয়াব রাস্তায় হাঁটার সময় আশপাশের সবাই খোশবুর গন্ধে চোখ বন্ধ করেই বুঝতে পারতো, ঐ যাচ্ছে, নিশ্চয়ই মুসয়াব যাচ্ছে!

রাসূলও (সা) দারুণ পছন্দ করতেন মুসয়াবকে।

পরবর্তীতে রাসূলের (সা) সামনে মুসয়াবের প্রসঙ্গে কথা উঠতেই তিনি মৃদু হেসে বলতেন ঃ

'মক্কায় মুসয়াবের চেয়ে সুদর্শন এবং উৎকৃষ্ট পোশাকধারী আর কেউ ছিল না'।

আর তখনকার জ্ঞানীগুণী এবং ঐতিহাসিকরা সবাই এক বাক্যে বলতেন, মুসয়াব ছিলেন মক্কার সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি ব্যবহারকারী।



www.icsbook.info

শুধু সৌন্দর্যের দিক দিয়েই মুসয়াব আলোচিত ছিলেন না। তিনি আলোচিত ছিলেন ব্যক্তি হিসাবেও।

মুসয়াবের বাইরের পোশাক-আশাক, দেহগঠন যেমন ছিল সুন্দর, দর্শনীয়—ঠিক তেমনি পরিচ্ছন্ন ছিল তার অন্তরটিও। একেবারে ধবধবে সাদা। সাদা আর কবুতরের হালকা পালকের মত নরম-মসৃন।

সেই জাহেলিয়াতের যুগেও মুসয়াবের অন্তরে লাগেনি এতটুকু কালিমার দাগ। শিরক ও কুফরীর ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক-সজাগ।

তখনও দীনের দাওয়াত পাননি মুসয়াব।

ততোদিনে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন জাহেলী সমাজের কুফরী কার্যকলাপে।

তিনি মুক্তির পথ খুঁজতে থাকলেন।

একসময় তার সামনে হাজির হলো সেই কাংখিত মুক্তির পয়গাম। জ্বলে উঠলো তৃষিত চোখে আলোর ঝলক।

ভোরের সোনালী সূর্যের আলোতে গোসল করলেন মুসয়াব।

দুই হাত ভরে টেনে নিলেন ইসলামের শীতল-স্নিগ্ধ বাতাস। সেই প্রদীপ্ত সূর্য আর মুক্ত নির্মল বাতাসে আরও বিস্তৃত, আরও সুন্দর হয়ে উঠলো মুসয়াবের ভেতর, তার হৃদয়।

ইসলাম গ্রহণের পর একেবারেই বদলে গেলেন মুসয়াব।

তার সকল শ্রম, সকল চেষ্টা এখন ইসলাম প্রচারের জন্য ব্যয় করেন। আর সেই সাথে মুসয়াবের বাড়ে জ্ঞান, বুদ্ধি, সাহস এবং দৃঢ়তা।

আগের চেয়ে এখন তিনি অনেক বেশি সাহসী এবং সংকল্পে সুদৃঢ়। এমনি সুদৃঢ় যে, মুসয়াবের সত্যের পথ থেকে টলাতে পারে এমন কোনো বিপদ, এমন কোনো ভয় পৃথিবীতে ছিল না।



www.icsbook.info

মা অত্যন্ত ভালোবাসতেন মুসয়াবকে।

আর মুসয়াবও সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন মাকে। সেই সাথে ভয়ও করতেন। তার মা ছিলেন খুবই প্রতাপশালীনী। যেমন ছিল তার ব্যক্তিত্ব, তেমনি ছিল তার মেজাজ।

মুসয়াব খুব ভাল করেই জানতেন তার মাকে। এজন্য ইসলাম গ্রহণের খবরটি তিনি প্রথম দিকে গোপন রাখতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু মুসয়াবের মত ব্যক্তির কোনো খবরই কি আর বেশিক্ষণ গোপন থাকে?

মুহূর্তেই মক্কার অলিতে গলিতে পৌঁছে গেল তার ইসলাম গ্রহণের খবর।

খবরটি শুনে সবাই তো হতবাক। বিস্ময়ে বিমূঢ়।

এও কি সম্ভব!

তারা মনে করলো, আমরা শত চেষ্টা করেও মুসয়াবকে ফেরাতে পারবো না। একমাত্র পারবেন তার মা।

তারা আর দেরি না করে খবরটি মুসয়াবের মায়ের কানে পৌঁছে দিল।

মা তো শুনেই আগুন! এতবড় কথা, এতবড় স্পর্ধা! সমাজ-গোত্রের মুখে চুনকালি মাখিয়ে ছেলে কিনা ইসলাম গ্রহণ করলো! আমাদের বিশ্বাস এবং ধর্মের বিপরীত চলে গেল!

জ্বলে উঠলেন মা। আর সেই আগুনে বাতাস দিতে থাকলো সমাজপতিরা। তাই তো, মুসয়াবের এতবড় দুঃসাহস! আমাদের চৌদ্দপুরুষের ধর্ম,আচার-অনুষ্ঠানকে পায়ে পিষে সে কিনা কবুল করলো মুহাম্মাদের (সা) মত এক হত দরিদ্র, এতিম মানুষের ধর্ম ইসলাম! না, এটা সহ্য করা যায় না। অতএব—

অতএব প্রতিশোধের দিকে এগিয়ে গেল তারা।



www.icsbook.info

মুসয়াবের মাকে বুদ্ধির সাথে রেখে দিল সামনে। এবার তারা মুসয়াবকে ধরে এনে দাঁড় করিয়ে দিল মায়ের মুখোমুখি।

সমাজপতিরা পাশে দাঁড়িয়ে ভাবছে, এবার যাবে কোথায়?

কিন্তু সত্যের উপর হিমালয়ের মত অবিচল মুসয়াব। না, তিনি আর ফিরতে পারেন না। ফিরতে পারেন না আলো থেকে অন্ধকারের দিকে। সুন্দর থেকে অসুন্দরের দিকে।

তাদের কথা শুনে মুসয়াব মুচকি হেসে মা সহ সকলকেই শুনিয়ে দিলেন কুরআনের সেই মহাবানী, যার ওপর তিনি ঈমান এনেছেন।

খুব রেগে গেলেন মা। রাগের সময় তার মাথার কোনো ঠিক থাকে না। তিনি সজোরে এক থাপ্‌পড় বসিয়ে দিলেন অতি আদরের ছেলে— মুসয়াবের গালে। থাপ্‌পড় মেরে তিনি থামিয়ে দিতে চাইলেন ছেলের মুখ। মুখের কথা।

কিন্তু তাই কি হয়?

তারা ব্যর্থ হলো। ব্যর্থ হলো তাদের সকল প্রচেষ্টা। এবার তারা গ্রহণ করলো আরও কঠিন সিদ্ধান্ত। মুসয়াবকে আটকে রাখলো কয়েদীর মত। একটি ছোট্ট ঘরে। এই বদ্ধ ঘরে রাতদিন অতি কষ্টে কেটে যায় মুসয়াবের।

ঘরের ভিতর বন্দী মুসয়াব।

দরোজার বাইরে কড়া পাহারা। যেন দরোজা ভেঙ্গে কিংবা কোনোভাবে পালিয়ে যেতে না পারেন তিনি।

কিন্তু কোনো বন্ধন আর কোনো পাহারাই কাজে আসলো না। শেষ পর্যন্ত সকল বন্ধন ছিন্ন করে এক সময় মুসয়াব ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। যোগ দিলেন হাবশায় হিজরতকারী মুসলমানদের সাথে।

মায়ের চোখে ধুলো দিয়ে হাবশায় পাড়ি জমালেন মুসয়াব।



www.icsbook.info

কিছুদিন হাবশায় থাকার পর তিনি আবার ফিরে এলেন মক্কায়।

খবরটি ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। মাও শুনলেন। তিনি আবারও চাইলেন ছেলেকে ফেরাতে। এজন্য বন্দী করতে চাইলেন মুসয়াবকে।

মুসয়াবও এবার প্রস্তুত। তিনি কসম খেয়ে মাকে বললেন,

যদি তুমি তোমার লোক দিয়ে আমাকে বন্দী করতে চাও, তবে জেনে রেখ মা, আমিও তাদেরকে হত্যা করবো।

মুসয়াবের হুমকিতে ঘাবড়ে গেলেন মা। তিনি জানেন তার ছেলেকে। হুমকি নয়, হয়তোবা সত্যি সত্যিই হত্যা করে বসবে আমার লোকদের। অগত্যা তিনি চোখের পানি ফেলে বিদায় জানালেন ছেলেকে। ছেলেও চোখের পানিতে বিদায় জানালেন স্নেহময়ী প্রাণপ্রিয় মাকে।

বিদায় মুহূর্তটি ছিল অত্যন্ত করুণ। হৃদয়বিদারক। ছেলেকে যখন কোনোক্রমেই ফেরানো সম্ভব হলো না .তখন কাঁদতে কাঁদতে অভিমান সুরে মা বললেন ঃ

যাও, যেখানে খুশি চলে যাও। আমাকে আর কখনও মা বলে ডেকো না।

মুসয়াবের চোখেও পানি টলমল করছে। বললেন,

মাগো! আমি আপনাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। আর সেই জন্য অনুরোধ করছি। আপনি একবার বলুন—'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদুআন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু'।

মুহূর্তে মায়ের চেহারা পাল্টে গেল। বললেন,

দূর হ হতচ্ছাড়া! আমি তোর দীন গ্রহণ করলে আমার মতামত বুদ্ধি-বিবেক-দুর্বল বলে মনে করা হবে। না, তা কক্ষণো হবে না। তুই যা! তোর দীন আমি গ্রহণ করবো না।

মায়ের কথা শুনে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলেন মুসয়াব।



www.icsbook.info

এক সময়ের অতি আদরের ছেলেকে মা খরচপত্র দেয়া বন্ধ করে দিলেন। বন্ধ করে দিলেন যাবতীয় সুযোগ–সুবিধা।

কিন্তু বঞ্চিত লাঞ্ছিত মুসয়াব এতটুকু দমে গেলেন না।

এক সময়ের সেই সৌখিন মুসযাব, এখন তিনি শতচ্ছিন্ন কাপড় পরেন। দিনের পর দিন না খেয়ে থাকেন। অসম্ভব কষ্ট ভোগ করেন। তবুও না, এতটুকুও দুর্বল হন নি তিনি বিশ্বাসের ভিত থেকে। বরং আঘাত যতই তীব্রতর হচ্ছিল, কষ্টযন্ত্রণা যতই অধিক হচ্ছিল, ততোই তার ঈমানের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পাচ্ছিল অনেক বেশি।

দয়ার নবী মুহাম্মাদ (সা) মুসয়াবকে দারুণ ভালবাসতেন। তিনি মুসয়াব সম্পর্কে সবকিছু জানতেন। জানতেন তার সাহস, ঈমান, জ্ঞান, বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতা সম্পর্কেও।

হজ্জের সময় মদীনার কিছু লোক মক্কায় এসে ইসলাম কবুল করে আবার তারা ফিরে গেলেন মদীনায়।

তাদের দীনি শিক্ষা দেবার জন্য এবং মদীনায় মানুষের কাছে দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য রাসূল (সা) দূত হিসেবে প্রথমত মুসয়াবকেই নির্বাচন করলেন।

কী সৌভাগ্য!

মুসয়াবই হলেন ইসলামের ইতিহাসের প্রথম দূত।

দূত হিসাবে মুসয়াব ছিলেন অত্যন্ত সফল। তিনি মদীনার উসাইদের মত প্রভাবশালী ক্ষমতাবান নেতাকে পর্যন্ত ইসলামের পতাকাতলে শামিল করেছিলেন।

উহুদের যুদ্ধ। ভয়ংকর এক যুদ্ধ!

উহুদের যুদ্ধের ঝাণ্ডাটি রাসূল (সা) সযত্নে তুলে দিলেন তাঁর প্রিয় সাহাবী—মুসয়াবের হাতে।



www.icsbook.info

যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

তুমুল বেগে চলছে যুদ্ধ।

এক সময় বিজয় প্রায় এসে গেল মুসলমানদের হাতের নাগালে। আর ঠিক সেই সময় নেমে এলো সামান্য ভুলের জন্য মারাত্মক বিপর্যয়।

যে কুরাইশরা নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে ছিল, তারা এবার ফিরে দাঁড়ালো পূর্ণ শক্তিতে।

মুসলিম বাহিনী তখন অনেকটা বিচ্ছিন্ন।

মুসয়াব বুঝতে পারলেন বিপদের ভয়াবহতা। যতটুকু সম্ভব তিনি ঝাণ্ডা উঁচু করে ধরলেন। চিৎকার করে, গলা ফাটিয়ে তিনি হুংকার দিতে থাকলেন। খুব জোরে জোরে দিতে থাকলেন তকবীর ধ্বনি। উদ্দেশ্য, শত্রুদের দৃষ্টি রাসূলের (সা) দিক্ থেকে ফিরিয়ে রাখা।

অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য মুসয়াব উহুদ প্রান্তরে জানবাজি রেখেছিলেন। তার এক হাতে রাসূলের (সা) দেয়া ঝাণ্ডা। আর অন্য হাতে তরবারি।

শত্রুবাহিনী এগিয়ে এলো। তারা মুসয়াবের শরীরের ওপর দিয়ে রাসূলের (সা) কাছে পৌঁছতে চাইলো। বাধা দিলেন মুসয়াব।

উহুদের এই যুদ্ধে একাই এক হাজার সৈনিকের ভূমিকা পালন করেন মুসয়াব।

মুসলিম সৈনিকরা যখন বিক্ষিপ্ত, তখন সিংহের মত হুংকার দিয়ে একাই রুখে দাঁড়ান মুসয়াব। হেফাজত করেন রাসূলকে (সা)। যখন অশ্বারোহী ইবন কাসীরা এগিয়ে এসে তরবারির আঘাতে মুসয়াবের ডান হাতটি বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন,তখন মুসয়াব বলে ওঠেন ঃ

'ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল, কাদ খালাত মিন কাবলিহির রুসূল'—

মুহাম্মাদ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে আরও বহু



www.icsbook.info

রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন।

মুসয়াব বাম হাত দিয়ে ঝাণ্ডাটি তুলে ধরেন। শত্রুর তরবারির আরেকটি আঘাতে তার বাম হাতটিও কেটে মাটিতে পড়ে যায়। আবারও তিনি 'ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসূল'...বলতে বলতে ঝাণ্ডাটির ওপর ঝুঁকে পড়ে দুটি বাহু দিয়ে সেটিকে তুলে ধরেন।

কিন্তু ততোক্ষণে আর একটি বর্শা নিক্ষেপ করা হয় তার প্রতি। আর সাথে সাথে মুসয়াব লুটিয়ে পড়েন ঝাণ্ডাটির ওপর।

উহুদের যুদ্ধ শেষে মুসয়াবের ছিন্নভিন্ন লাশটি পাওয়া গেল ধুলোবালির মধ্যে।

লাশটির পাশে দাঁড়িয়ে অঝোর ধারায় কেঁদে ফেলেন দয়ার নবী মুহাম্মাদ (সা)।

একদিন রাসূলের পাশে বসে আছেন মুসলমানের একটি দল। পাশ দিয়ে যাচ্ছেন মুসয়াব। তাকে দেখেই নত হয়ে গেল সকলের দৃষ্টি। একি হাল হয়েছে মুসয়াবের! কারো চোখে পানি এসে গেল বেদনায়। কারণ, এককালের সেই সৌখিন, সেই সুগন্ধী ব্যবহারকারী যুবকের গায়ে আজ শতচ্ছিন্ন জীর্ণ-শীর্ণ-তালি দেয়া একটি চামড়ার টুকরো। তাতে মারাত্মক অভাবের ছাপ স্পষ্ট। রাসূল একটু হেসে সাহাবীদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ

মক্কায় আমি এই মুসয়াবকে দেখেছি। তার চেয়ে পিতামাতার বেশি আদরের আর কোনো যুবক মক্কায় ছিল না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মুহাব্বতে সে সবকিছু ত্যাগ করেছে।

আল্লাহ ও রাসূল প্রেমিক সেই মুসয়াব, উহুদের যুদ্ধে শহীদ হলেন অত্যন্ত নির্মমভাবে।

ধনাঢ্য মায়ের আদরের সৌখিন ছেলের কাফনের জন্য একপ্রস্থ চাদর ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। সেই চাদরটিও ছিল ছোট। এতই



www.icsbook.info

ছোট যে তার মাথা ঢাকলে পা এবং পা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত রাসূল ভেজা গলায় বললেন,

চাদর দিয়ে মাথার দিক থেকে যতটুকু সম্ভব ঢেকে দাও। বাকী পায়ের দিকে 'ইযখীর' ঘাস দিয়ে পূর্ণ করে দাও।

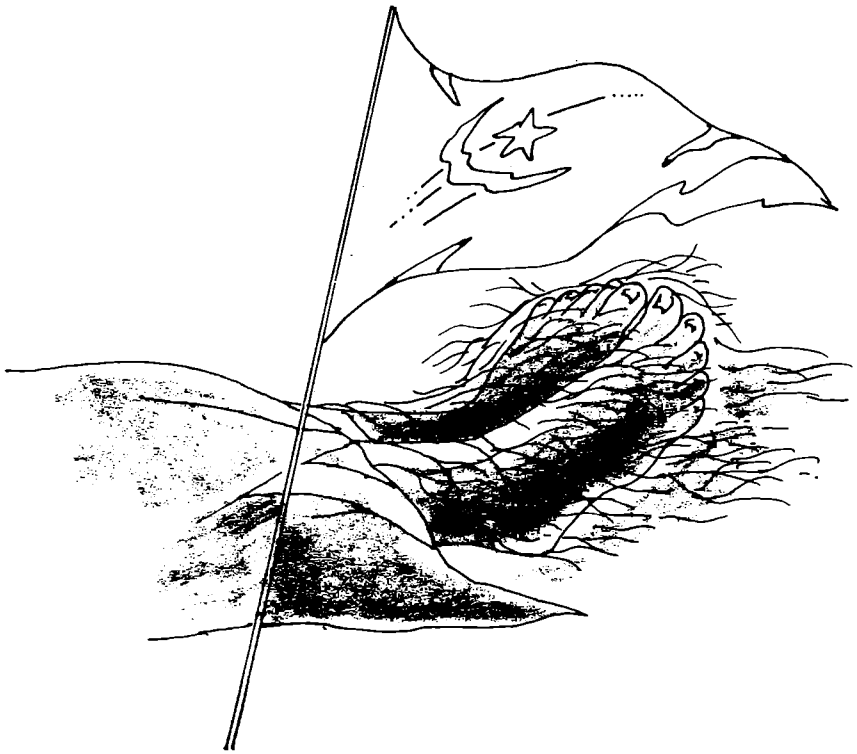

রাসূল (সা) সেইদিন মুসয়াবের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে পাঠ করেন ঃ

'মিনাল মুমিনীনা রিজানুল সাদাকু আহাদুল্লাহ আলাইহি'... মুমিনদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করেছে।



www.icsbook.info

তারপর তার কাফনের ঘাস মিশ্রিত চাদরটির দিকে তাকিয়ে বললেন,

আমি তোমাকে মক্কায় দেখেছি। সেখানে তোমার চেয়ে কোমল চাদর এবং সুন্দর যুলফী আর কারো ছিল না। আর আজ তুমি এখানে এই ঘাসের চাদরে ধুলিমলিন অবস্থায় পড়ে আছ!

মুসয়াব!

ঘাসের কাফনে আবৃত এক সত্যের সৈনিক।

যে সাহসী সৈনিকের মৃত্যু নেই।

কারণ—শহীদেরা মরে না কখনো।



www.icsbook.info

# সাহসের আগ্নেয়গিরি

হযরত মুয়াজ ইবন জাবাল।

প্রতিভাবান এক অসাধারণ সাহসী সাহাবী। বুকে ছিল তার সত্য ও ন্যায়ের তুফান। হৃদয়ে ছিল আল্লাহ ও রাসূল প্রেমের সাতটি সাগর। আর চোখে ছিল সঠিক পথে চলার জন্যে সূর্যের প্রদীপ। জ্বল্-জ্বল করে জ্বলতো সারাক্ষণ। প্রদীপের সামনে–পেছনে ছিল আল্লাহ এবং রাসূলের ভালোবাসার ফল্গুধারা। তাদের ভালোবাসা নিয়ে নির্ভয়ে পথ চলতেন মুয়াজ।

খুব সাধারণভাবে জীবন যাপন করতেন তিনি। তার জীবনে ছিল না এতোটুকু বিলাস ব্যাসন। ছিল না পোশাক পরিচ্ছেদে জাঁকজমক। ছিল না খাওয়া দাওয়ায় নবাবী ভাব।

সাধারণ গরীব দুঃখীদের জন্যে মুয়াজের খুব কষ্ট হতো। তাদের দুঃখে তিনি কাতর হতেন। তাদের ব্যথায় তিনিও ব্যথিত হতেন। সেই ব্যথার কারণে তার কলিজায় খুন ঝরতো। গরীব দুঃখীদের কষ্ট দূর করার জন্য দু'হাতে দান করতেন অঢেল অর্থ।

মুয়াজের সম্পদ তেমনটি ছিল না। যা ছিল তার সবই তিনি বিলিয়ে দিতেন অকাতরে। কিন্তু তাতেও গরীবের দুঃখ শেষ হতো না। দেবার মতো আর সম্পদও তার হাতে নেই। তাদের দুঃখও তিনি সইতে পারেন না। কি করবেন মুয়াজ? বাধ্য হয়ে হাত বাড়ালেন ঋণের দিকে।



www.icsbook.info

মুয়াজ ঋন করেন। আর তা বিলিয়ে দেন গরীব দুঃখীদের মধ্যে। অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফুটাবার জন্যে।

ঋণ করতে করতে তার পরিমাণ বাড়লো। সে পরিমাণ অনেক বড়ো। মুয়াজের যে সম্পদ ছিল তার চেয়েও বেশি। ঋণ শোধ করতে অক্ষম হলেন তিনি। ফলে তার সহায় সম্পত্তি নিলামে উঠলো।

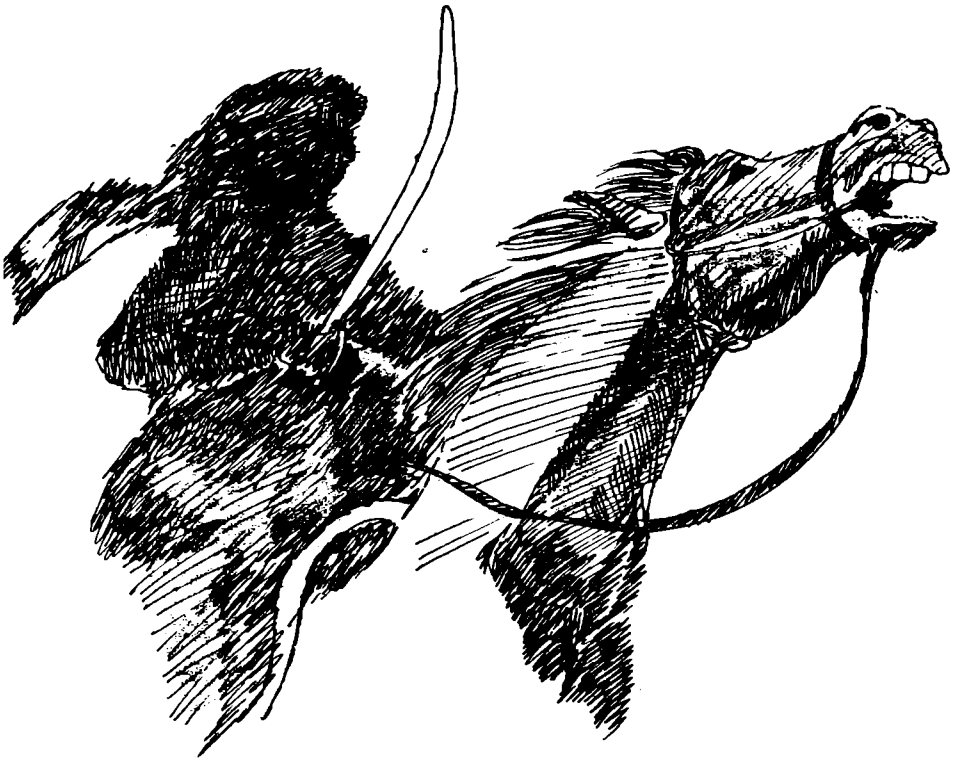

গরীব দুঃখীদের প্রতি মুয়াজের ভালোবাসার কোনো সীমা ছিল না। তাদের জন্যে সকল কিছু বিলিয়ে দিয়েও তিনি পরিতৃপ্ত হতে পারেন নি। কিন্তু নিজের ব্যাপারে ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। নিজের জন্যে কখনো কোনো বাহুল্য ব্যয় তিনি করতেন না। প্রয়োজন বোধ করতেন না



www.icsbook.info

নিজের জন্যে তেমন কিছু। কারুর দানকে তিনি গ্রহণ করতে চাইতেন না কখনো। এতো বড়ো সাহাবী হয়েও সর্বদা থাকতেন আল্লাহর ভয়ে ভীত। প্রকম্পিত।

একবার এক এলাকার নেতারা তাকে বললেন,

মুয়াজ, আপনি চাইলে আপনার জন্যে ইট দিয়ে একটি পাকা মসজিদ বানিয়ে দেই। আরামে এবং খোশহালে নামাজ আদায় করতে পারবেন সেখানে।

জবাবে মুয়াজ বললেন,

কিয়ামতের দিন এই মসজিদ আমার পিঠে বহন করতে বলা হয় কিনা সে ব্যাপারে আমি শংকিত। সুতরাং প্রয়োজন নেই আমার পাকা মসজিদের।

আল্লাহর প্রতি এই ভালোবাসা এবং মহব্বত তিনি শিখেছিলেন নবীর (সা) কাছে। নবীকে (সা) মুয়াজ প্রাণের চেয়েও ভালোবাসতেন। নবীও (সা) তাকে ভালোবাসতেন তেমনি।

মুয়াজকে তিনি শিক্ষা দিতেন সকল সময়ে। সকল বিষয়ে।

মুয়াজকে ইয়ামানের আমীর নিযুক্ত করলেন নবী (সা)।

মুয়াজ যাবার জন্যে প্রস্তুতি নিলেন। নবীজী (সা) তাকে বললেন,

মুয়াজ! মাজলুম বা অত্যাচারীদের বদ দুয়া থেকে সর্বদা দূরে থাকবে। কারণ সেই বদ দুয়া ও আল্লাহর মাঝে কোনো প্রতিবন্ধক থাকে না।

তিনি আরো বলেন,

মুয়াজ! ভোগ বিলাসিতা থেকে দূরে থাকবে। কারণ, আল্লাহর বান্দা কখনো আরামপ্রিয় ও বিলাসী হতে পারে না। মনে রাখবে, মানুষের নেকড়ে হচ্ছে শয়তান। নেকড়ে যেমন দলছুট বকরীকে ধরে নিয়ে যায় তেমনি শয়তানও এমন মানুষের ওপর প্রভুত্ব লাভ করে যে দল থেকে



www.icsbook.info

বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। সাবধান! কখনো বিচ্ছিন্ন থাকবে না।

মুয়াজ আমৃত্যু মনে রেখেছিলেন নবীর (সা) এই শিক্ষা। তার উপদেশ।

খুব সাধারণ ছিল মুয়াজের জীবন যাত্রার মান। অনাড়ম্বর ছিল ততোধিক। বাহুল্য কোনো কিছুই পছন্দ করতেন না কখনো।

একদিনের ঘটনা।

শামের ফাহল নামক স্থানে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। মুসলমানদের প্রস্তুতির কথা জেনে ঘাবড়ে গেল রোমান বাহিনী। তারা ভয়ে প্রস্তাব দিল সন্ধির।

মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি আবু উবাইদা। মুয়াজ এই যুদ্ধের একজন দক্ষ সৈনিক। দূত হিসাবেও তিনি খুবই যোগ্য। আবু উবাইদা মুয়াজকে পাঠালেন রোমান সেনা ছাউনীতে।

দুঃসাহসী মুয়াজ।

তিনি মাথা উঁচু করে পৌঁছে গেলেন রোমান সেনা ছাউনীতে। পৌঁছেই তার চক্ষু ছানাবড়া। বিস্ময়ের আর অন্ত নেই। একি অবস্থা! তাঁবুর ভেতরে সোনালী কারুকাজ করা গালিচা বিছানো। দরবারের চারপাশে জাঁকজমকের ছড়াছড়ি। বাদশাহী ব্যাপার স্যাপার।

মুয়াজকে দেখে রোমান সৈনিকরা খুশি হলো। তাকে স্বাগত জানালো একজন পদস্থ খ্রীস্টান সৈনিক।

মুয়াজ তখনো বাইরে দাঁড়িয়ে। খ্রীষ্টান সৈনিক বললো,

আমি আপনার ঘোড়াটি ধরছি। আপনি তাঁবুর ভেতরে যান।

মুয়াজের চোখে মুখে অবজ্ঞা আর প্রত্যাখ্যানের কালো মেঘ। গম্ভীর স্বরে জবাব দিলেন, আমি এমন শয্যায় বসি না, যা দরিদ্র লোকদের বঞ্চিত করে তৈরি করা হয়েছে। এই বলে মাটির ওপর বসে পড়লেন মুয়াজ।



www.icsbook.info

খ্রীস্টানরা অবাক হলো মুয়াজের আচরণে। দুঃখ প্রকাশ করে তারা বললো,

আপনি খুব নামীদামী ব্যক্তি। চারদিকে আপনার সুনাম সুখ্যাতি। আমরা চেয়েছিলাম আপনাকে যথাযথ সম্মান দিতে। অথচ কি আশ্চর্য! আপনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন এমনি ঘৃণাভরে!

একটু মুচকি হাসলেন মুয়াজ। বললেন,

এমন সম্মানের প্রয়োজন নেই আমার। আমি অতি সাধারণ এক মানুষ। মাটিতে বসতে আমার কোনো অসুবিধা নেই।

খ্রীস্টানরা ভীষণ অবাক হলো। তাদের কণ্ঠে উপচে পড়ছে বিস্ময়। বলেন কি! আপনি সাধারণ মানুষ ? আমরা জানি আপনি কতোটা বড়ো। মাটিতে বসা আপনার জন্যে আদৌ মানায় না। মাটিতে বসে তো দাস শ্রেণীর মানুষ।

ধীর অথচ দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলেন মুয়াজ। ঠিকই বলেছো। দাসেরাই কেবল মাটিতে বসে। মাটিতে বসা যদি দাসদের অভ্যাস হয়, তাহলে জেনে রেখো, আমার চেয়ে আল্লাহর বড়ো দাস আর কেউ নেই।

অবাক ব্যাপার!

খ্রীস্টানরা মুয়াজের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলো। আবার নড়ে উঠলো তাদের শুকনো জিহ্বা। বললো,

আপনার চেয়েও কি কোনো মর্যাদাবান শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আপনাদের সমাজে আছে?

জোরে হেসে উঠলেন মুয়াজ।

খ্রীস্টানরা ঘাবড়ে গেল তার সে হাসির ধমকে। মুয়াজ বললেন,

কে বলেছে আমি মর্যাদাবান শ্রেষ্ঠ? মুসলমানদের মধ্যে আমিই হচ্ছি নিকৃষ্টতম ব্যক্তি। আমার মতো এতো অধম নালায়েক বান্দা মুসলমানদের মধ্যে আর কেউ নেই।



www.icsbook.info

মুয়াজের এই উচ্চারণে খ্রীস্টানরা বিস্ময়ে হতবাক। কিছুতেই কাটতে চায় না তাদের কুয়াশাঘোর। কালিমা ঘেরা তাদের পুরু হৃদয়ের একপাশে মুয়াজের এই উচ্চারণের ধ্বনিটি গভীর ফাটলের সৃষ্টি করলো। তারা ভাবতে থাকলো মুসলমানের আদর্শ ও ঐতিহ্য নিয়ে। তারা ভাবতে থাকলো মুসলমানের সাহস আর বীরত্ব নিয়ে। তারা অনুভব করলো, স্বার্থত্যাগী, জীবন উৎসর্গকারী এই মুসলিম সৈনিকদের সাথে, আল্লাহর একান্ত দাসদের সাথে যুদ্ধে জয়লাভ করা কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়।

হিজরী পনের সন।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ চলছে। ভীষণ যুদ্ধ। শত্রুপক্ষ দুর্বার গতিতে যুদ্ধ করে যাচ্ছে।

মুয়াজের দায়িত্বও বেশ বড়ো। কঠিন। এক দিকের যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব তার ওপর। তার বাহিনী প্রাণপণে যুদ্ধ করছেন। কিন্তু শত্রুপক্ষকে কিছুতেই পরাস্ত করা যাচ্ছে না। বরং তারা ক্রমেই এগিয়ে আসছে মুয়াজের বাহিনীর দিকে।

মুসলমান কখনো বিপদ দেখে ঘাবড়াতে পারে না। হারাতে পারে না মনোবল এবং ঈমান। মুয়াজ তো একজন পরীক্ষিত ঈমানদার। তিনি পিছপা হবেন কিভাবে? না! পিছপা হলেন না সাহসী মুয়াজ। মুহূর্তেই তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নিচে নামলেন। তার বাহিনীকে বললেন,

আমি পায়ে হেঁটে লড়বো। আমার বাহিনীর কোনো সাহসী বীর যদি থাকে, তাহলে সে আমার ঘোড়ার হক আদায় করতে পারে।

ঘোড়ার হক আদায় করার মানে মুয়াজের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আরো তীব্রবেগে যুদ্ধ করা।

পাশেই ছিলেন মুয়াজের পুত্র। তিনিও ইয়ারমুকের যুদ্ধে জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন।

যেমন পিতা তেমনি পুত্র।



www.icsbook.info

তিনি জবাব দিলেন, আব্বা, দোয়া করুন। আমিই আপনার ঘোড়ার হক আদায় করবো ইনশাআল্লাহ।

কি আশ্চর্য!

মুয়াজ, তার পুত্র এবং তার বাহিনী সত্যি সত্যিই ইয়ারমুকের যুদ্ধে পুনর্বার জ্বলে উঠলেন।

মুয়াজ রোমান বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করে প্রবেশ করলেন তাদের ভেতরে।

তার সাহসের ফুলকিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ইয়ারমুকের যুদ্ধক্ষেত্র। বিক্ষিপ্ত মুসলিম যোদ্ধারা আবার খুঁজে পেল আস্থার পর্বত।

হযরত মুয়াজ!

নবীর (সা) শিক্ষায় যিনি ছিলেন শিক্ষিত। নবীর (সা) প্রেম, ভালোবাসা এবং তার আদর্শই ছিল যার প্রার্থিত, সেই মুয়াজই ছিলেন আল্লাহর শ্রেষ্ঠ দাসের মধ্যে অন্যতম দাস।

দয়া–মায়ায় ভরা ছিল তার হৃদয়। সংযম আর সাহসী ঈমান ছিল তার একমাত্র ভূষণ। অসত্য আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে, জুলুম আর অবিচারের বিরুদ্ধে মুয়াজ ছিলেন বজ্রকঠিন–সাহসের আগ্নেয়গিরি।

ছিলেন ভয়ংকর এক উজানের ঢল।

যাকে রোখার সাহস রাখতো না কোনো বেঈমান –কাফের।



www.icsbook.info

# দুধের পেয়ালায় শহীদের মুখ

হযরত সুমাইয়া।

তার নাম ইতিহাসে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

কারণ, তিনিই প্রথম মহিলা শহীদ।

পাপিষ্ঠ আবু জেহেলের বর্শার আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে যায় তার পবিত্র দেহ।

সুমাইয়ার স্বামীর নাম ইয়াসির।

তিনিও ইসলামের দুশমনদের হাতে শহীদ হন। শহীদ হন তার আদরের পুত্র আবদুল্লাহও। এই শহীদ পরিবারেই জন্মগ্রহণ করেন আর এক সাহসী সৈনিক—হযরত আম্মার।

পিতা-মাতা আর শহীদ ভায়ের মত আম্মারেরও ছিল শাহাদাতের অদম্য পিপাসা।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আম্মার নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেছিলেন আল্লাহর পথে। আর নবীর (সা) ভালোবাসায় পরিপূর্ণ ছিল তার হৃদয়। আল্লাহ, রাসূল (সা) এবং ইসলামকে ভালোবাসার কারণে আম্মারের ওপরও নেমে আসে কাফেরদের পক্ষ থেকে হাজারো অত্যাচার। চলতে থাকে নির্যাতন আর জুলুমের ইষ্টিম রুলার।



www.icsbook.info

কিন্তু যে হৃদয় একবার আল্লাহকে ভালোবেসেছে, ভালোবেসেছে রাসূল এবং ইসলামকে, সে কি আর কোনো কিছুকেই পারোয়া করে?

আম্মারও পরোয়া করতেন না। ভয় করতেন না কাফেরদের রক্তচক্ষু আর জুলুম-নির্যাতনকে। হাসিমুখে তিনি সহ্য করতেন কাফেরদের নিষ্ঠুর আচরণ।

একদিনের একটি দুর্ঘটনা।

পাপিষ্ঠ মুশরিকরা একত্রিত হয়ে ধরে এনেছে হযরত আম্মারকে।

আম্মারের সামনেই তারা আগুন জ্বালিয়ে আনন্দে লাফালাফি করলো।

দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো আগুনের লেলিহান শিখা। সেই



www.icsbook.info

প্রজ্জ্বলিত আগুনের ওপর তারা নির্দয়ভাবে শুইয়ে দিল হযরত আম্মারকে।

কী নিষ্ঠুর আচরণ! পশুকেও হার মানায়।

এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলেন দয়ার নবী মুহাম্মাদ (সা)।

আম্মারের এই করুণ অবস্থা দেখে তিনি শিউরে উঠলেন। তিনি আম্মারের মাথায় রাখলেন দরদের হাত। তারপর ব্যথিত কণ্ঠে বললেন ঃ

হে আগুন! ইবরাহীমের (আ) মত তুমিও আম্মারের জন্য শীতল হয়ে যাও।

আর একবার মুশরিকরা আম্মারকে দীর্ঘক্ষণ পানিতে ডুবিয়ে রেখেছিল। তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু বেঁচে গিয়েছিলেন জীবনে। আল্লাহর অসীম কৃপায়।

ইয়ামামার যুদ্ধ!

ভয়ানক এক যুদ্ধ!

প্রাণপণে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন আম্মার।

হঠাৎ তার একটি কান কেটে পড়ে গেল মাটিতে। ভ্রুক্ষেপ নেই তার। তিনি তখনও যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। যে দিকে তিনি খোলা তরবারি নিয়ে ছুটে যাচ্ছেন, সে দিকেই কাফেরদের ব্যূহ তছনছ হয়ে যাচ্ছে।

একবার মুসলিম বাহিনী তো প্রায় ছত্রভঙ্গ হয়েই পড়েছিল।

আম্মার তখন একটি বিস্তীর্ণ মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার সাথীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ

হে মুসলিম মুজাহিদবৃন্দ! তোমরা কি জান্নাত থেকে পালাচ্ছ? আমি আম্মার ইবন ইয়াসির। এসো, আমার দিকে এসো।

ব্যাস!

যাদুর মত কাজ করলো তার সে আহ্বান।



www.icsbook.info

আম্মারের এই আহবানের সাথে সাথেই মুসলিম বাহিনীর মধ্যে আবার সাহস ফিরে এলো। মুসলিম মুজাহিদরা প্রাণপণে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবার দুশমনদের ওপর। এবং আল্লাহর কি রহমত! এই যুদ্ধে বিজয় লাভ করলেন মুসলিম বাহিনী।

আম্মারের ওপর খুব নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার করতো কাফেররা।

একবার অতিষ্ঠ হয়ে তিনি ছুটে গেলেন প্রিঁয় নবী মুহাম্মাদের (সা) কাছে। তাঁকে বললেন হৃদয়ের সকল কথা।

রাসূল দরদ দিয়ে শুনলেন আম্মারের কথা। তারপর কোমল কণ্ঠে বললেন ঃ

সবর কর। সবর কর।

তারপর দু'হাত তুলে দুয়া করলেন দয়ার নবীজী ঃ

হে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন! ইয়াসির খান্দানের লোকদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও।

রাসূল যখনই আম্মারের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতেন, তখনই তিনি তাদেরকে নির্যাতিত অবস্থায় দেখতেন। আর তাই দেখে কেঁদে উঠতো দয়ার নবীর কোমল বুক।

তিনি তাঁদেরকে সান্ত্বনা দিতেন সব সময়। একদিন নবীজী বললেন ঃ

হে আম্মার পরিবারের লোকেরা!

তোমাদের জন্য সুসংবাদ! জান্নাত তোমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছে।

হিযরতের ছয়-সাত মাস পরের কথা।

মদীনা মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা হচ্ছে।

রাসূল (সা) নিজেও মসজিদ তৈরির কাজ করছেন। নিজের হাতে।



www.icsbook.info

হযরত আম্মারও মাথায় ইট বহন করে আনছিলেন। তার মুখে তখন ধ্বনিত হচ্ছিল ঃ

নাহলুল মুসলিমুন

নাবাতাল মাসজিদ।

অর্থাৎ আমরা মুসলিম, আমরা বানাই মসজিদ। সবাই একটি করে ইট বহন করছিলেন। আর আম্মার উঠাচ্ছিলেন দুটো করে।

একবার রাসূলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। তার সারা শরীর ধুলোবালি। মাথায় ইটের বালি আর কুঁচি।

রাসূল ডাকলেন তাকে। খুব কাছে। তারপর অত্যন্ত আদরের সাথে আম্মারের মাথার ধুলোবালি ঝেড়ে দিলেন। তারপর–

তারপর কাঁপাকণ্ঠে বললেনঃ

আফসোস আম্মার!

একটি বিদ্রোহী দল তোমাকে হত্যা করবে।

তুমি তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকবে।

আর তারা তোমাকে ডাকবে জাহান্নামের দিকে।

রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণী!

সত্যিই বিফলে গেল না রাসূলের সেই অমর বাণী।

বদর থেকে তাবুক পর্যন্ত যত যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, প্রতিটি যুদ্ধেই আম্মার অংশগ্রহণ করেছিলেন।

সকল যুদ্ধেই তিনি রেখেছিলেন সাহসের পরিচয়।

অবশেষে এলো সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ।

হযরত আলী এবং হযরত মুয়াবিয়ার মধ্যে তুমুল যুদ্ধ।



www.icsbook.info

আম্মারের বয়স তখন একানব্বই বছর।

এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। হযরত আলীর পক্ষ নিয়ে তিনি রওয়ানা দিলেন যুদ্ধের ময়দানে।

যুদ্ধে যাচ্ছেন হযরত আম্মার। যাচ্ছেন আর বলছেন ঃ

হে আল্লাহ! আমি যদি জানতাম পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ে,

আগুনে ঝাঁপ দিয়ে কিংবা পানিতে ডুবে জীবন উৎসর্গ করলে তুমি খুশি হবে, তবে তোমাকে খুশি করার জন্য আমি তাই করতাম।

আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। আমার উদ্দেশ্য কেবল তোমাকে খুশি করা।

যুদ্ধ চলছে।

তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

আম্মার কয়েক ঢোক দুধ পান করলেন।

দুধের পেয়ালায় যেন তিনি ভেসে উঠতে দেখলেন শহীদের মুখ। প্রশান্ত হলো তার মন আর উজ্জ্বল হয়ে উঠলো চেহারা। দুধ পান করতে করতে তিনি বললেন ঃ

রাসূল (সা) আমাকে বলেছেন, দুধই হবে আমার শেষ খাবার।

আজ আমি আমার বন্ধুদের সাথে মিলিত হবো।

আজ আমি মুহাম্মাদের (সা) সাথে মিলিত হবো।

একথা বলতে বলতে হযরত আম্মার সৈনিকদের কাতারে যোগ দিলেন। এবং তারপর–

তারপর যুদ্ধ করতে করতেই শহীদ হলেন তিনি।

হযরত আম্মার ছিলেন অত্যন্ত খোদাভীরু।

আল্লাহকে খুশি করাই ছিল তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।



www.icsbook.info

অত্যন্ত সাধারণ জীবন যাপন করতেন হযরত আম্মার। মাটিই ছিল তার একমাত্র আরামদায়ক বিছানা।

হযরত আম্মার!

তিনি যেমন ছিলেন সৎ, বিনয়ী এবং খোদাভীরু, ঠিক তেমনি ছিলেন সত্য পথের এক অসীম সাহসী যোদ্ধা।

একমাত্র ইসলামকে ভালোবেসেই, কেবল তিনি নন—তার গোটা পরিবারই নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন আল্লাহর রাস্তায়। হাসিমুখে।



www.icsbook.info

# জ্ঞান সমুদ্রের দুঃসাহসী নাবিক

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস। প্রখ্যাত এক সাহাবী। ডাক নাম ছিল আবদুল্লাহ।

আবদুল্লাহ ছিলেন সম্পর্কের দিক থেকে রাসূলের (সা) চাচাতো ভাই।

তিনি ছিলেন সমগ্র আরবের ভেতর অত্যন্ত জ্ঞানী এবং পণ্ডিত ব্যক্তি। তাকে বলা হতো 'হাবর ও বাহর' অর্থাৎ পুণ্যবান জ্ঞানী ও সমুদ্র।

আবদুল্লাহ যেমন ছিলেন জ্ঞানী ও পণ্ডিত, তেমনি দীনদারিতেও ছিলেন অসাধারণ। তার সম্পর্কে বলা হতো, তিনি দিনে রোজাদার, রাতে ইবাদত গোজার এবং রাতের শেষপ্রহরে তাওবা ও ইসতেগফারকারী।

তবুও আল্লাহর ভয়ে তিনি এত বেশি পরিমাণ কাঁদতেন যে, অশ্রুধারা তার দুটি গণ্ডে দুটি রেখা সৃষ্টি করেছিল।

আবদুল্লাহ ছিলেন এক অসাধারণ মেধাবী পণ্ডিত। যাকে বলা হতো উম্মাতে মুহাম্মদীর রাব্বানী—অর্থাৎ আল্লাহকে জেনেছেন এমন জ্ঞানী। পবিত্র আল কুরআন সম্পর্কে তিনি ছিলেন অসামান্য জ্ঞানী। আল কুরআনের অর্থ, এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং এর রহস্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ছিলেন সেই সময়কার সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি।

আবদুল্লাহর মা ছিলেন প্রখ্যাত এক মহিলা সাহাবী। নাম উম্মুল ফাদল লুবাবা বিনতুল হারিস আল হিললিয়্যা।



www.icsbook.info

আবদুল্লাহ ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথে মা তাকে কোলে করে নিয়ে যান নবী মুহাম্মাদের (সা) কাছে।

নবীজী তাকে দেখে অত্যন্ত খুশি হলেন। দুনিয়ার কোনো খাদ্যদ্রব্য শিশু আবদুল্লাহর পেটে যাবার আগেই দয়ার নবী (সা) নিজের মুখের থুথু নিয়ে এই বেহেশতী পাখির মুখে ভরে দেন। রাসূলের পবিত্র এবং কল্যাণময় থুথু তার পেটে প্রবেশ করেছিল আর সেই সাথে সাথে প্রবেশ করেছিল আবদুল্লাহর ভেতর স্মৃতিশক্তি, ঈমান, তাকওয়া, বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞা। পরিণত বয়সে তিনি এতটাই প্রজ্ঞার অধিকারী হন যে, খলিফা এবং বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীরাও তাকে সমীহ করে চলতেন।

শৈশবকাল থেকেই আবদুল্লাহ নবীজীর সাহচর্য পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন। তিনি সবসময় রাসূলের খেদমত করতেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা তিনি নিজেই বলেছেন ঃ

একদিন রাসূল (সা) অজু করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমি দ্রুত পানির ব্যবস্থা করে দিলাম। আমার কাজে রাসূল (সা) অত্যন্ত খুশি হলেন। যখন নামাজে দাঁড়ালেন তখন আমাকে পাশে দাঁড়াবার জন্য ইঙ্গিত করলেন। কিন্তু আমি তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। নামাজ শেষ করে রাসূল (সা) আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

আবদুল্লাহ, আমার পাশে দাঁড়াতে কিসে তোমাকে বিরত রাখলো?

জবাবে বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আমার দৃষ্টিতে আপনি মহা সম্মানিত এবং আপনি এতই মর্যাদাবান যে আমি আপনার পাশাপাশি হওয়ার উযুক্ত মনে করি নি। আমার জবাব শুনার সাথে সাথে রাসূল (সা) আকাশের দিকে দুহাত তুলে দুয়া করলেন ঃ

'আল্লাহুম্মা আতিহিল হিকমাহ' অর্থাৎ আল্লাহ, আপনি তাকে হিকমত বা বিজ্ঞান দান করুন।



www.icsbook.info

আর একবারের ঘটনা। রাসূলকে (সা) অজুর পানি এগিয়ে দিলে তিনি আবদুল্লাহর জন্য দোয়া করেন এই বলে ঃ

'আল্লাহুম্মা ফাককিহ্ হু ফিদ্দীন ওয়া আল্লিমহুত তাবীল'—অর্থাৎ হে আল্লাহ! তাকে দীনের ফকীহ বানিয়ে দাও, তাকে তাবীল বা ব্যাখ্যার পদ্ধতি শিখাও।

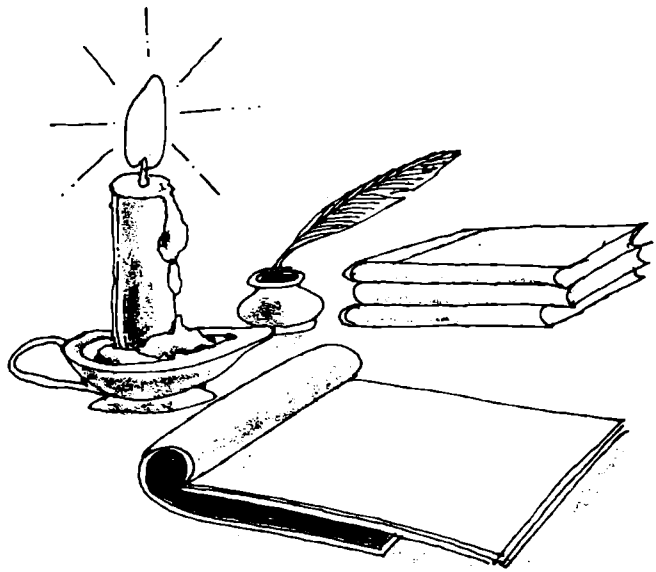

মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয়নবী মুহাম্মাদের (সা) দোয়া কবুল করেন। ফলে এই হাশেমী বালক এতই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী হন যে সবাই তাকে সমীহ ও শ্রদ্ধা করতেন।

রাসূলের (সা) ওফাতের সময় আবদুল্লাহর বয়স হয়েছিল মাত্র তের



www.icsbook.info

বছর। এই বয়সেও খলিফা ওমর (রা) তাকে বড় বড় সাহাবীদের সাথে মর্জলিশে বসাতেন।

খলিফা উসমানের (রা) সময়ে তিনি দূত হিসাবে একটি বাহিনী নিয়ে মদীনা থেকে আফ্রিকায় যান। আফ্রিকার বাদশাহ জারজীরের সাথে আলোচনা করেন। বাদশাহ জারজীর আবদুল্লাহর মেধা, বুদ্ধিমত্তা দেখে মন্তব্য করেন ঃ

আমার ধারণা, আপনি আরবদের একজন মহাজ্ঞানী ব্যক্তি।

চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা)। তিনি আবদুল্লাহকে বসরার সাথে অধিকৃত সমগ্র ইরানের ওয়ালী নিয়োগ করেন। আবদুল্লাহ অত্যন্ত সাহসীকতা আর বুদ্ধিমত্তার সাথে ইরানের খারেজী বিদ্রোহ নির্মূল করেন।

হযরত আবদুল্লাহর জ্ঞান, প্রজ্ঞা আর হিকমতের জন্য দয়ার নবী আল্লাহর কাছে একাধিকবার দোয়া করেছেন। এদিক থেকেও তিনি অনন্য সৌভাগ্যের অধিকারী।

কিন্তু রাসূলের (সা) দোয়া পেয়েও আবদুল্লাহ আরও অধিক জ্ঞানার্জনের জন্য সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। একান্ত সাধনায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। যতদিন রাসূল (সা) জীবিত ছিলেন, ততোদিন আবদুল্লাহ রাসূলের জ্ঞান সমুদ্র থেকে পান করেছেন উদর ভরে।

রাসূলের (সা) ওফাতের পর বিশিষ্ট সাহাবীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে তিনি জ্ঞান ভিক্ষা করতেন একজন ভিক্ষুকের মত। জ্ঞান আহরণের জন্য জীবনে তিনি বরণ করেছেন অমানুষিক কষ্ট। ক্ষুধার যন্ত্রণা, ব্যক্তিগত শোকতাপ, ব্যথা বেদনা কোনো কিছুকেই তিনি কখনো গ্রাহ্য করেন নি। যেখানেই জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছেন—সেখানেই তৃষ্ণার্ত পাগলের মত ছুটে গেছেন হযরত আবদুল্লাহ। তার নিজের একটি বর্ণনার দিকে খেয়াল করলে আমরা হতবাক না হয়ে পারি না। তিনি বলেন ঃ



www.icsbook.info

আমি যখনই জানতে পেরেছি রাসূলের (সা) কোনো সাহাবীর কাছে তাঁর একটি হাদীস সংরক্ষিত আছে, আমি তার ঘরের দরোজায় পৌঁছে গেছি। মধ্যাহ্নকালীন বিশ্রামের সময় উপস্থিত হলে তার দরোজার সামনে চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়েছি। বাতাস ধুলোবালি উড়িয়ে আমার জামাকাপড় ও শরীর হয়তো একাকার করে ফেলেছে। অথচ আমি সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তখনই অনুমতি দিতেন। শুধুমাত্র তাকে প্রসন্ন করার উদ্দেশ্যেই আমি এমনটি করতাম। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে আমার এ দুরাবস্থা দেখে বলেছেন ঃ রাসূল্লাহর চাচাতো ভাই! আপনি কি উদ্দেশ্যে এসেছেন? আমাকে খবর দেন নি কেন, আমি নিজেই গিয়ে দেখা করে আসতাম! বলেছি, আপনার কাছে আমারই আসা উচিত। কারণ জ্ঞান এসে গ্রহণ করার বস্তু, গিয়ে দেবার বস্তু নয়। তারপর তাকে আমি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি।

জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমী ও বিনয়ী। তিনি শুধু জ্ঞান আহরণই করতেন না, জ্ঞানীদেরকেও তিনি দিতেন যোগ্য মর্যাদা।

হযরত আবদুল্লাহর জ্ঞান তৃষ্ণা, জ্ঞান অন্বেষণ এবং আত্মত্যাগে বিস্ময়বোধ করতেন তখনকার শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও মনীষীরাও।

মাসরুক ইবনুল আজদা একজন শ্রেষ্ঠ তাবেয়ী বলেন,

আমি যখন আবদুল্লাহকে দেখলাম—বললাম, সুন্দরতম ব্যক্তি। যখন তিনি কথা বললেন বললাম, সর্বোত্তম প্রাঞ্জল ভাষী। এবং যখন তিনি আলোচনা করলেন—বললাম, সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি।

সারাজীবন জ্ঞান অর্জন করেই আবদুল্লাহ তার দায়িত্ব শেষ করেন নি, তার আহরিত জ্ঞানকে ছড়িয়ে দেবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টাও করে গেছেন। সেই সময়ে তার বাড়িটি পরিণত হয়েছিল শিক্ষার্থীদের ভিড়ে একটি চমৎকার বিশ্ববিদ্যালয়ে। আর অঘোষিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র শিক্ষক ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ।



www.icsbook.info

কী অসাধারণ ছিল তার জ্ঞান ভাণ্ডার। ফিকহ, মাগাযী, কবিতা, প্রাচীন আরবের ইতিহাস প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে তার পাণ্ডিত্য ছিল এবং প্রতিটি বিষয়েই তিনি শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষাদান করতেন।

রাসূলের (সা) ওফাতের সময়ে আবদুল্লাহর বয়স ছিল মাত্র তের বছর। কিন্তু কী আশ্চর্য! এই মাত্র তর বছর বয়সেই আবদুল্লাহ স্মৃতিতে সংরক্ষণ করেন রাসূলুল্লাহর এক হাজার ছয়শো ষাটটি বাণী বা হাদীস।

এই অসামান্য হাদীসগুলো মুসলিম উম্মাহর জন্য এক অমূল্য সম্পদ।

রাসূল (সা) ছিলেন জ্ঞানের সমুদ্র। আর তাঁর প্রিয় সাহাবী, যাকে তিনি একান্ত আদর স্নেহ আর দোয়ার মাধ্যমে করেছিলেন ধন্য, সেই আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস ছিলেন রাসূলের জ্ঞানসমুদ্রের এক অতন্দ্র দুঃসাহসী নাবিক।

আজও তিনি, এই সৌভাগ্যবান সাহাবী জ্ঞান আহরণের এক উজ্জ্বল প্রেরণার উৎস হিসেবে আমাদের সামনে জ্বল জ্বল করে জ্বলছেন।



www.icsbook.info

# বন্দীর সামনে তপ্ত কড়াই

হযরত উমরের খিলাফত কাল।

হিজরী উনিশ সন।

হযরত উমর একটি বাহিনী পাঠালেন রোমানদের বিরুদ্ধে।

এই বাহিনীতে ছিলেন দুঃসাহসী এক সাহাবা। হযরত আবদুল্লাহ ইবন হুজাফাহ।

রোমানদের সম্রাট—কাইসার ছিলেন তখন প্রচণ্ড প্রতাপশালী।

তিনি বহুবার শুনেছেন মুসলিম মুজাহিদদের ঈমান, বীরত্ব আর আল্লাহ ও রাসূলের (সা) জন্য অকাতরে জীবন বিলিয়ে দেবার মর্মান্তিক কাহিনী।

মুসলিম বাহিনী আসার খবর জানতে পেরে কাইসার তার রোমান সৈন্যদের হুকুম দিলেন ঃ

কোনো মুসলমান বন্দী হলে তাকে জীবিত অবস্থায় আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে।

আল্লাহর শান বুঝা বড় ভার!

রোমান সৈন্যদের হাতে বন্দী হয়ে গেলেন আবদুল্লাহ ইবন হুজাফাহ। রোমানরা তাকে নিয়ে হাজির করলো তাদের বাদশাহর কাছে। রসিয়ে রসিয়ে তারা বললো ঃ

এই ব্যক্তির নাম আবদুল্লাহ। মুহাম্মাদের (সা) একজন ঘনিষ্ঠ



www.icsbook.info

সহচর। প্রথম দিকেই সে তার কাছে ইসলাম গ্রহণ করেছে। আমাদের হাতে সে বন্দী হয়েছে। আপনার নির্দেশ মোতাবেক আমরা তাকে হাজির করলাম। এখন আপনার যা খুশি তাই করুন।

রোমান সম্রাট একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন আবদুল্লাহর দিকে।

বহুক্ষণ খুব ভাল করে তাকে দেখে নিলেন। তারপর আস্তে করে বললেন ঃ

আমি তোমার কাছে একটি বিষয় উপস্থাপন করতে চাই। আবদুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন ঃ

বিষয়টি কি?

সম্রাট বললেন ঃ

আমি প্রস্তাব করছি, তুমি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ কর। যদি আমার কথামত তা কর, তাহলে তোমাকে মুক্তি দেব এবং তোমাকে সম্মানিত করবো।

সম্রাটের কথা শুনে বন্দী আবদুল্লাহ একটু মুচকি হাসলেন। তারপর দৃঢ়তার সাথে মুহূর্তেই জবাব দিলেন ঃ

আফসোস! আপনি যেদিকে আহ্বান জানাচ্ছেন, তার থেকে হাজারবার মৃত্যুও আমার অধিক প্রিয়।

সম্রাট আবারও শান্তভাবে তাকে বুঝাবার চেষ্টা করলেন। বললেন ঃ

আমি মনে করি তুমি একজন বুদ্ধিমান লোক। আমার প্রস্তাব তুমি মেনে নিলে আমি তোমাকে আমার ক্ষমতার অংশীদার বানাবো। আমার কন্যার সাথে তোমার বিয়ে দেব এবং আমার এই সাম্রাজ্য তোমাকে ভাগ করে দেব।

বেড়ি পরিহিত বন্দী আবদুল্লাহ।

শুনছেন সম্রাটের কথা। লোভনীয় প্রস্তাব!

কিন্তু শুনলেন বটে!—

তার চোখে মুখে কোনো সম্মতির রেখা ফুটে উঠলো না। বরং তার পরিবর্তে সেখানে ঝিলিক দিয়ে উঠলো সাহসের বিদ্যুত।



www.icsbook.info

সম্রাট তাকিয়ে আছেন বন্দীর দিকে। বললেন, কি হলো! জবাব দাও।

এবার মুখ খুললেন আবদুল্লাহ।

তার চোখে মুখে ভয়ের কোনো চিহ্নমাত্র নেই। অকম্পিত কণ্ঠে বললেন ঃ

আল্লাহর কসম! আপনার গোটা সাম্রাজ্য এবং সেই সাথে আরবদের অধিকারে যা কিছু আছে সবই যদি আমাকে দেওয়া হয়, আর তার বিনিময়ে যদি আমাকে বলা হয় মাত্র একটি পলকের জন্য তুমি মুহাম্মাদের(সা) দ্বীন পরিত্যাগ কর—তবে আমি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবো। আল্লাহর কসম! আমি কখনই আমার দীনকে পরিত্যাগ করতে পারবো না।

আবদুল্লাহর জবাব শুনে ক্ষেপে উঠলেন সম্রাট। ধমক দিয়ে বললেন ঃ

তাই! তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করবো।

তখনও শান্ত আবদুল্লাহ। এতোটুকুও ভীত নন তিনি। জবাবে বললেন ঃ

আমি তো উপস্থিত। আপনার যা খুশি তাই-ই করতে পারেন।

বন্দীর মুখে এতো বড় কথা!

এতোবড় তার দুঃসাহস!

তিনি রাগে জ্বলে উঠলেন বারুদের মত। তার সৈন্যদেরকে তিনি হুকুম দিলেন ঃ

যাও! একে নিয়ে শূলে চড়াও।

সম্রাটের নির্দেশে তাকে নিয়ে শূলীকাষ্ঠে ঝুলিয়ে কষে বাঁধা হলো।

দুহাত ঝুলিয়ে বেঁধে তার কাছে খ্রিস্ট ধর্ম পেশ করা হলো। তিনি তা গ্রহণে অস্বীকার করলেন।

তারপর তাকে দুপা ঝুলিয়ে বেঁধে ইসলাম পরিত্যাগ করতে বলা হলো।



www.icsbook.info

তিনি তাও অস্বীকার করলেন।

সম্রাট এবার শূলীকাষ্ঠ থেকে তাকে নামিয়ে আনার দির্দেশ দিলেন।

তাকে নামিয়ে আনা হলো।

তারপর আবদুল্লাহর সামনে আনা হলো একটি বিশাল কড়াই।

সম্রাট নির্দেশ দিলেন তার মধ্যে তেল ঢালার।

তেল ঢালা হলো।

সম্রাট এবার নির্দেশ দিলেন কড়াই-এর নিচে আগুন জ্বালাবার। মুহূর্তেই জ্বলে উঠলো আগুন।

আর টগবগ করে ফুটতে থাকলো গরম তেল। সম্রাটের নির্দেশে দু'জন মুসলমান বন্দীকে আনা হলো সেখানে।

কড়াই-এর পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে আবদুল্লাহকে।

আবদুল্লাহ দেখছেন তপ্ত কড়াই।



www.icsbook.info

দেখছেন গরম তেলের ভাপ।

দু'জন মুসলিম বন্দীকে নির্মম-নিষ্ঠুরভাবে সম্রাটের নির্দেশে রোমান সৈন্যরা ফেলে দিল সেই তেলভর্তি গরম কড়াই-এর ভেতর।

মুহূর্তেই ঝলসে গেল দু'জন বন্দীর সারাটি দেহ।

দেহ থেকে খসে পড়লো চাক চাক গোশত। সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেল তাদের শরীরের গোশত এবং হাড্ডি।

আবদুল্লাহর চোখের সামনে সম্রাট এই নিষ্ঠুর কাজটি করলেন এই জন্য, যেন সে ভয়ে তার কথা আর নির্দেশ মেনে নেন।

কিন্তু যে হৃদয় একবার আল্লাহ এবং তার রাসূলকে ভালোবেসেছে, সেই হৃদয় কি আর কোনো ভয়কেই পরোয়া করে?

আবদুল্লাহ এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে কষ্ট পেলেন বটে, কিন্তু ভেঙ্গে পড়লেন না।

ভেঙ্গে পড়লো না তার ঈমানী সাহস। এতোটুকু দুর্বল হলো না তার মন।

সম্রাট আরও কাছে এগিয়ে এলেন আবদুল্লাহর। বললেন ঃ

দেখলে তো তোমার সাথীদের পরিণতি! এবার ভেবে চিন্তে বলো, খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করবে কিনা!

এবার আরও দৃঢ় হয়ে গেল আবদুল্লাহর কণ্ঠ। ঘৃণাভরে তিনি উচ্চারণ করলেন, না!

সম্রাটের নির্দেশে এবার তাকে আনা হলো গরম কড়াই-এর কাছে।

আবদুল্লাহর চোখদুটি চিক চিক করে উঠলো। দুচোখ ছাপিয়ে গড়িয়ে পড়ছে কান্নার ধারা। আবদুল্লাহর চোখে পানি!

খবরটি শুনে খুশি হলেন সম্রাট।

ভাবলেন, নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে গেছে বন্দী। এবার তার আশা পূরণ হবে।

সম্রাট নির্দেশ দিলেন, বন্দীকে তার কাছে নিয়ে আসার।



www.icsbook.info

বন্দীকে আনা হলে সম্রাট জিজ্ঞেস করলেন ঃ

কি, ঘাবড়ে গেছ? এবার তাহলে নিজেকে বাঁচাবার জন্য খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ কর।

অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সম্রাটের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন আবদুল্লাহ। বললেন, না! কক্ষণো তা হবার নয়।

সম্রাটের চোখে মুখে বিস্ময়।

তাহলে তুমি কাঁদছো কেন? সেকি ভয়ে নয়?

আবদুল্লাহর সাফ জবাব ঃ মোটেই তা নয়।

তাহলে? সম্রাট জিজ্ঞেস করলেন ঃ

আমি এই কথা ভেবে কাঁদছি যে, আমাকে এখনই এই কড়াই-এর তপ্ত তেলের মধ্যে ফেলে দেয়া হবে। আর ঝলসে যাবে আমার দেহ। সাথীদের মত আমার দেহের গোশত ও হাড্ডি আলাদা হয়ে যাবে। আমি শেষ হয়ে যাব। কিন্তু আমার তাতে বিন্দুমাত্রও আফসোস কিংবা কষ্ট নেই। বরং আমি কাঁদছি এইজন্য যে, আহ্! যদি আমার দেহের পশমের সমসংখ্যক জীবন হতো এবং সকল জীবনই যদি এভাবে আল্লাহর রাস্তায় গরম তেলভর্তি এই কড়াই-এর মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারতাম!

একজন বন্দীর এমন দুঃসাহসিক উচ্চারণে চমকে গেলেন রোমান সম্রাট কাইসার। ভাবলেন, এও কি সম্ভব! ভয় নেই, জীবনের মায়া নেই।–এ কেমন ঈমান!

হ্যাঁ, ঈমান তো এমনই।

যে ঈমান ফাঁসির কাষ্ঠে কিংবা শূলী কাষ্ঠের সামনেও কখনো নত হয় না, হতে পারে না।

যেমন নত হয়নি দুঃসাহসী হযরত আবদুল্লাহ ইবন হুজাফার ঈমান।



www.icsbook.info

# নক্ষত্রের ঘোড়া

হযরত জাবির। পিতার নাম আবদুল্লাহ। জাবির ছিলেন দুঃসাহসী এক যোদ্ধা। যেন আগুনের ফুলকি। ঠিক যেমনটি ছিলেন তার পিতা আবদুল্লাহ। জাবিরের কথায় একটু পরে আসি। আগে বলি তার পিতার কথা।

আবদুল্লাহ ছিলেন অসীম সাহসী এক যোদ্ধা। বুকভরা ছিল আল্লাহর প্রতি ভালবাসা। রাসূলের (সা) প্রতি ছিল সমুদ্রের মত মহব্বত। যেমন ছিল খাঁটি মানুষ, তেমনি ছিল তার সাহসের তেজ।

আবদুল্লাহ শহীদ হন উহুদ যুদ্ধে। যুদ্ধে যাবার ঠিক আগের রাতের ঘটনা।

আবদুল্লাহ খুব কাছে ডাকলেন পুত্র জাবিরকে। তারপর মুখে হাসির ঢেউ তুলে বললেন ছেলেকে ঃ

শোনো জাবির! রাসূলের (সা) সাহাবীদের মধ্যে যারা প্রথম দিকে শহীদ হবে আমি নিজেকে তাদের কাতারেই দেখতে চাই। রাসূলুল্লাহ (সা)–এর পরে একমাত্র তুমি ছাড়া অধিকতর প্রিয় আর কাউকে আমি রেখে যাচ্ছিনে। আমার কিছু দেনা আছে, তুমি তা পরিশোধ করবে। তোমার বোনদের সাথে ভাল আচরণ করবে।...

অবাক কাণ্ড!

আবদুল্লাহ যেন নিজের চেহারা নিজেই দেখতে পাচ্ছিলেন শহীদের



www.icsbook.info

আয়নায়।

সকাল হলো। তিনি উহুদ যুদ্ধে রওয়ানা হলেন। এবং কী আশ্চর্য!

সত্যি সত্যিই তিনি যুদ্ধে শহীদ হলেন।

আবদুল্লাহকে হত্যার পর তার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে টুকরো টুকরো টুকরো করেছিল পাপিষ্ঠ কাফেররা। পরে তার দেহের টুকরোগুলো কাপড়ে একত্রিত করে রাখা হয়েছিল।

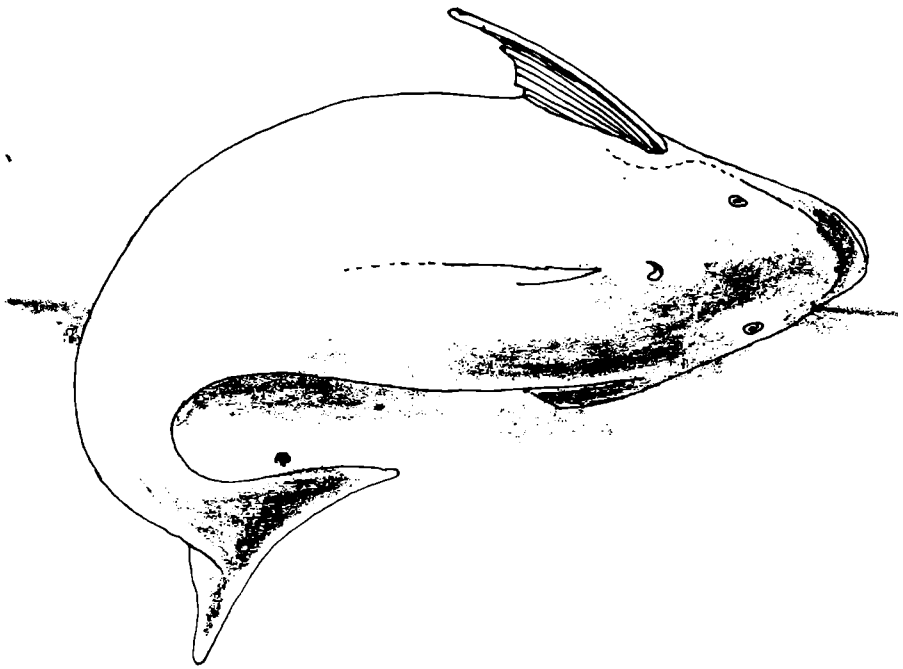

জাবির যখন তার প্রাণপ্রিয় পিতার লাশ দেখতে চাইলেন, তখন সবাই তাকে নিষেধ করলেন। কারণ তাদের ধারণা ছিল, কোনো সন্তানই তার পিতার এমন বীভৎস দৃশ্য দেখতে পারে না। কিন্তু রাসূল (সা) বললেন, না। জাবিরকে তার পিতার লাশ দেখানো হোক।



www.icsbook.info

জাবির এগিয়ে গেলেন। নিজের চোখে দেখলেন পিতার লাশের বিকৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। দেখলেন তার ফুফু। তিনি ভাইয়ের লাশের এমন ভয়াবহ দৃশ্য দেখে চিৎকার করে উঠলেন।

বুক ফেটে বেরিয়ে এলো তার ফুপানো কান্নার ঢেউ।

রাসূল জিজ্ঞেস করলেন, কে?

সবাই বললেন, আবদুল্লাহর বোন।

রাসূল (সা) বললেন, তোমরা কাঁদ বা না কাঁদো, যতক্ষণ লাশ না উঠাবে, ততোক্ষণ ফেরেশতারা তাদের ডানা দিয়ে তাকে ছায়া দিতে থাকবে।

আবদুল্লাহকে দাফন করা হলো। উহুদের প্রান্তরে। অন্য আর এক শহীদের সাথে একই কবরে।

ছয় মাস পরের কথা। জাবির চাইলেন তার পিতাকে পৃথকভাবে দাফন করতে। তিনি কবর খুঁড়লেন এবং চমকে উঠলেন।

সম্পূর্ণ অবিকৃত লাশ! লাশটি তিনি কবর থেকে বের করে ভালোভাবে দেখলেন, না! একটিমাত্র কান ছাড়া তার শরীরের আর কোনো অংশই মাটি স্পর্শ করেনি।

এরও চল্লিশ বছর পরের ঘটনা।

মুয়াবিয়ার সময় উহুদে কূপ খননের কালে সেখানে দাফনকৃত শহীদের লাশের সাথে আবদুল্লাহর লাশটিও উঠে এলো এবং কী আশ্চর্য! এত বছর পরেও তার লাশটি অবিকৃত অবস্থায় ছিল।দেখে মনে হচ্ছিল, এই তো আজই তাকে দাফন করা হয়েছে।

শহীদের লাশ!

লাশ তো নয়, যেন প্রজ্জ্বলিত আগুনের টুকরা।

পিতা শহীদ হবার পর জাবির কাঁদছিলেন। রাসূল এগিয়ে এলেন



www.icsbook.info

তার কাছে। জিজ্ঞেস করলেন। কাঁদছো কেন?

তার মাথায় হাত বুলিয়ে রাসূল (সা) প্রগাঢ় ভালবাসার সাথে বললেন, কেঁদো না। আয়িশা তোমার মা এবং আমি তোমার পিতা। কি, তাতে তুমি খুশি নও?

কী চমৎকার, কী অমূল্য পুরস্কার!

জাবির যখন বৃদ্ধ হয়েছিলেন, তখন তার মাথার সকল চুল পেকে সাদা হয়ে গেলেও রাসূল তার মাথায় যেখানে স্নেহের হাত বুলিয়েছিলেন সেখানের চুলগুলো কিন্তু ঠিক আগের মত কাঁচা এবং কালই ছিল।

'জাতুর রুকা' যুদ্ধে সময়ের কথা।

ঘনঘোর অন্ধকার রাত।

চারপাশে কোনো কিছুই দেখা যায় না। এই অন্ধকার রাতে জাবিরের উটটি হঠাৎ হারিয়ে গেল। অবশেষে উটটি পাওয়া গেল।

রাসূল তাকে বললেন, জাবির, আমি তোমার উটটি খরিদ করতে চাই। জাবির খুশি হলেন। রাসূলকে বললেন, উটটি আপনি নিয়ে নিন কিন্তু এর বিনিময়ে আমি কোনো মূল্য নেব না। রাসূল বললেন, না। তা হবে না। তোমাকে মূল্য নিতে হবে এবং মদীনা পর্যন্ত এর ওপর সওয়ার হয়ে যাবে। এভাবে উটটি রাসূল কিনে নিলেন এবং তার যথাযথ মূল্য পরিশোধ করলেন।

মদীনা পৌঁছে জাবির উট নিয়ে রাসূলের কাছে হাজির হলেন। রাসূল ঘরে ফিরে উটটি দেখলেন। তারপর বিলালকে ডেকে বললেন, এক উকিয়া স্বর্ণ ওজন করে দাও। একটু বেশিই দিও। এরপর রাসূল জাবিরকে বললেন, তুমি কি তোমার উটের মূল্য পেয়েছে?

জ্বি পেয়েছি। জাবির জবাব দিলেন।

এবার রাসূল হেসে জাবিরের হাতে উট ও তার মূল্য দুটোই তুলে



www.icsbook.info

দিলেন। বললেন, নাও। এসবই তোমার। খুব খুশি মনে জাবির রাসূলের উট এবং স্বর্ণ নিয়ে বাড়িতে চলে গেলেন।

এই সেই জাবির। যিনি খন্দকের যুদ্ধের সময়ের একটি মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে আঁতকে ওঠেন। দৃশ্যটি ছিল এমন ঃ

জাবির সহ অনেকেই খন্দক খননের কাজে ব্যাস্ত ছিলেন। একসময় একটি কঠিন পাথর তাদের সামনে পড়লো, যা তারা শত চেষ্টাতেও কাটতে পারছিলেন না। বিষয়টি রাসূলকে (সা) জানালে তিনি কুড়াল হাতে পাথরটি সরাতে এগিয়ে আসেন এবং রাসূলের কুড়ালের আঘাতে পাথরটি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়।

কিন্তু জাবির!

তিনি লক্ষ্য করলেন, রাসূল (সা) যখন কুড়াল হাতে পাথর সরানোর জন্য আসেন, তখন তাঁর পেটে ছিল পাথর বাঁধা ক্ষুধার কারণে। এই দৃশ্য দেখে জাবির আঁতকে উঠলেন। তিনি রাসূলের অনুমতি নিয়ে বাড়িতে গেলেন এবং রাসূলসহ সাথীদের খাবারের ব্যবস্থা করলেন।

হিজরী অষ্টম সনের কথা।

উপকূলীয় অঞ্চলের দিকে রাসূল (সা) একটি বাহিনী পাঠালেন। এই বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন আবু উবাইদা।

ইসলামের ইতিহাসে এটি ছিল একটি আশ্চর্যজনক পরীক্ষার প্রান্তর। মুসলিম বাহিনী এই পরীক্ষায় জয়লাভ করেন। জাবিরও ছিলেন এই বাহিনীর সাথে।

বাহিনীর লোকদের খাদ্য-খাবার ক্রমশ ফুরিয়ে গেল। ক্ষুধার জ্বালায় তখন তারা কাতর। গাছের লতা পাতা খেয়ে কোনো রকমে জীবন ধারণ করছেন। এক সময় গাছের পাতাও শেষ হয়ে গেল।

এখন উপায়! সবাই আল্লাহর রহমতের দিকে চেয়ে আছেন।



www.icsbook.info

হঠাৎ একদিন তারা সাগর তীরে একটি বিরাট মাছ দেখতে পেলেন।

মাছটি ছিল মৃত। বাহিনীর সবাই ভাবলেন, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ পাঠানো হয়েছে। তারা মাছটি খাওয়া শুরু করলেন।

কতবড় ছিল সেই মাছটি?

মাছটি এতো বড় ছিল যে, বাহিনীর আমীর আবু উবাইদা মাছটির পাঁজরের একটি কাঁটা সোজা করে ধরেন এবং তার নিচ দিয়ে সবচেয়ে বড় ও উঁচু উটটি নির্বিঘ্নে পার হয়ে গেল। আর জাবির পাঁচজন সাথীর সাথে মাছটির কানের ভেতর বসে পড়লেন, কিন্তু তাদের এতটুকুও কষ্ট হলো না।

শুধু তাই নয়। সেটি এতবড় ছিল যে, তিনশো লোক পনেরো দিন পর্যন্ত সেই মাছটি খেয়েছিলেন। মাছটির নাম ছিল 'আম্বর'।

আর একদিনের একটি করুণ চিত্র।

জাবির বলেন ঃ রাসূল (সা) আবু উবাইদার নেতৃত্বে একবার আমাদেরকে একটি অভিযানে পাঠান। একটি থলিতে কিছু খেজুর ছাড়া আমাদের সাথে আর কিছুই ছিল না। আবু উবাইদা আমাদেরকে প্রতিদিন মাত্র একটি করে খেজুর দিতেন। আমরা সেটি বাচ্চাদের মত চুষতাম আর পানি পান করতাম। এভাবে একটি মাত্র খেজুর দিয়ে রাত্রি পর্যন্ত চালাতাম।

জাবির ছিলেন সত্যের পথে এক অসীম সাহসী বীর। আপোষ কাকে বলে তিনি জানতেন না। সংসার জীবনে ছিলেন অত্যন্ত সরল সহজ এবং অনাড়ম্বর। তিনি রাসূলের (সা) সর্বশেষ সাহাবী। একটি মাত্র হাদীস সংগ্রহের জন্য তিনি মাসের পর মাসও পথ হাঁটতেন।

হিজরী ৭৪ সন।

তখন হাজ্জাজ ছিলেন মদীনার গভর্ণর। হাজ্জাজের অত্যাচার আর



www.icsbook.info

জুলুম থেকে কেউই রক্ষা পান নি। এমন কি রাসূলের সম্মানিত সাহাবী জাবিরও। কিন্তু শত অত্যাচার আর নির্যাতনেও হযরত জাবির ছিলেন সত্যের ওপর হিমালয়ের মত সুদৃঢ়। ছিলেন ঈমানের ওপর অবিচল। আমৃত্যু তিনি চলেছেন সেই পথে, যে পথ তাকে দেখিয়েছিলেন রাসূল (সা)। যে পথে নির্মমভাবে শহীদ হয়েছিলেন তার পিতা। জাবিরও সেই পথ অনুসরণ করে চলে গেছেন। আলো থেকে আলোর গভীরে।

আবদুল্লাহ ছিলেন খুব সম্মানিত সাহাবী। যিনি শহীদ হবার পর রাসূল নিজেও খুব ব্যথিত হয়েছিলেন। যে শহীদের লাশটি চল্লিশ বছর পরও ছিল তরতাজা। সেই সম্মানিত শহীদের পুত্র জাবির। তিনি ছিলেন খুব সম্মানিত সাহাবী। ছিলেন সত্যের পক্ষে একটি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড-নক্ষত্রের ঘোড়া।



www.icsbook.info

# জুব্বার ভেতর জোছনার পাখি

হযরত সাদ ইবন আবী ওয়াক্কাস।

অসীম সাহসী এক যোদ্ধা।

ইসলাম গ্রহণের পর তার মা ভীষণভাবে ক্ষেপে গেলেন।

মন খারাপ করে নাওয়া খাওয়া পর্যন্ত ছেড়ে দিলেন। বারবার বলতে লাগলেন, তুমি ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও আল্লাহ এবং রাসূলের পথ।

কিন্তু সাদ ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ়চেতা।

আল্লাহ্, রাসূল এবং ইসলাম ছিল তাঁর কাছে জীবনের চেয়ে অনেক বেশি দামী। তিনি বললেন ঃ

না, মা। আমি পারবো না। কিছুতেই পারবো না ইসলাম ত্যাগ করতে। পারবো না রাসূলের সান্নিধ্য থেকে দূরে থাকতে। শুধু আপনি কেন, আপনার মত হাজারটি মাও যদি আমার ইসলাম ত্যাগ করার ব্যাপারে জিদ ধরে নাওয়া খাওয়া ছেড়ে দেয় এবং প্রাণত্যাগ করে, তবুও পারবো না। পারবো না সত্য দ্বীন পরিত্যাগ করতে। সেটি আমার পক্ষে কক্ষণো সম্ভবও হবে না।

সাদের এই দৃঢ়তায় অবাক হলেন মা।

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকলেন ছেলের মুখের দিকে।



www.icsbook.info

কিন্তু কিছুক্ষণ।

তারপর তিনি লক্ষ্য করলেন, ছেলের চেহারা থেকে এক ধরনের আলোর দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ছে। কী ভীষণ সেই চোখের দীপ্তি!

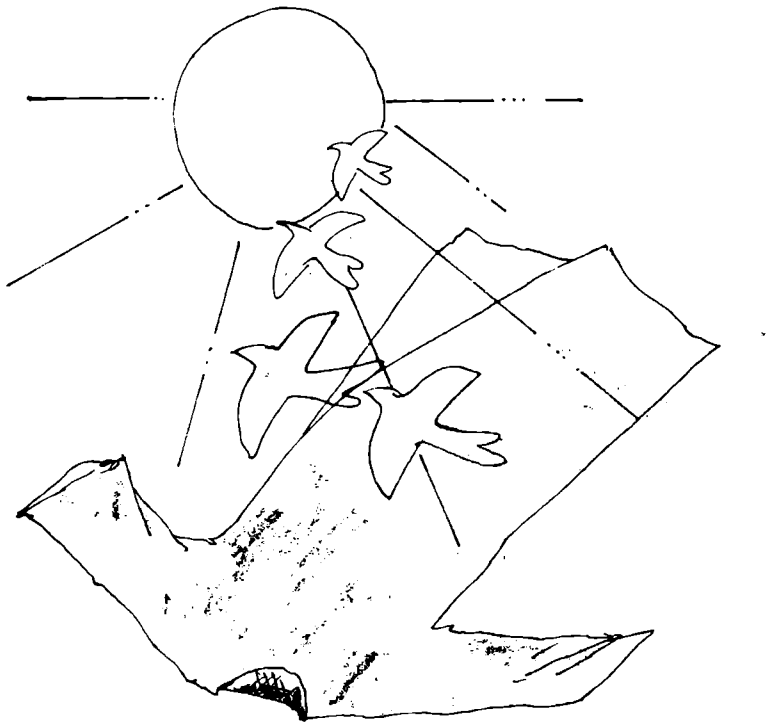

সেই আলোতে মুগ্ধ হলেন মা। আর দেরি না করে তিনিও গ্রহণ করলেন ইসলাম।

সেটি ছিল একটি চমৎকার মুহূর্ত।

হযরত সাদ।

তিনিই প্রথম মুসলিম বীর—যিনি সর্বপ্রথম আল্লাহর পথে ইসলামের



www.icsbook.info

দুশমনের বুকে তাক করে তীর নিক্ষেপ করেছিলেন।

মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছেন মুসলমানরা।

সেখানে কিছুকাল যাবত মুসলিম মুহাজিররা ছিলেন নিদারুণ কষ্টে। তাদের আর্থিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত খারাপ।

তাদের না ছিল খাদ্য খাবার।

না ছিল পরিধানের বস্ত্র।

আর না ছিল জীবন-জীবিকার জন্য কোনো ব্যবস্থা।

এমন কঠিন সময় আর পরিবেশের মধ্যেও মদীনার মুহাজিররা ইসলামের দাওয়াত চালিয়ে যান। সেই সাথে চালিয়ে যান তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধ বিগ্রহও। কিন্তু কিছুতেই তারা ভেঙ্গে পড়েন নি।

এই অসীম মনোবল আর সাহসী মুহাজিরদের মধ্যে ছিলেন হযরত সাদ।

সেদিনের সেই ভয়াবহ দিনগুলির চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন এভাবে ঃ

আমরা রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতাম; অথচ তখন গাছের পাতা ছাড়া খাদ্য হিসেবে আর কিছুই থাকতো না। গাছের পাতা খেয়েই আমরা তখন জীবনধারণ করতাম। ফলে আমাদের বিষ্ঠা হতো ছাগলের লাদীর মতো।

বদর যুদ্ধের পর সংঘটিত হলো ওহুদ যুদ্ধ।

সেটা ছিল মুসলমানদের জন্য একটি কঠিন যুদ্ধ।

এই যুদ্ধে হযরত সাদ প্রিয় নবীকে (সা) ঘিরে দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করেন। উৎসর্গ করে দেন নিজের সকল সাহস আর শক্তি।

ওহুদের যুদ্ধে তিনি লড়েছিলেন অসীম সাহসিকতার সাথে।



www.icsbook.info

এই যুদ্ধ সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ

ওহুদের দিন আমি রাসূলুল্লাহর (সা) ডানে ও বামে ধবধবে শাদা দু'ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। দেখলাম কাফেরদের সাথে তারা প্রচণ্ডভাবে লড়ছে। এর আগে বা পরে আর কখনো আমি তাদেরকে দেখি নি।

খন্দকের যুদ্ধ।

এই যুদ্ধেও হযরত সাদ অংশ গ্রহণ করেন।

খন্দকের যুদ্ধের সময় পবর্তের এক উপত্যকায় তৈরি করা হলো একটি তাঁবু।

রাসূলের (সা) জন্য।

কনকনে ঠাণ্ডার একটি রাত। চারপাশ নীরব, নিঝুম।

রাসূল (সা) অবস্থান করেছেন তাঁবুর ভেতর। একাকী।

হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন অস্ত্রের ঝনঝনানি।

জিজ্ঞেস করলেন প্রিয় নবী ঃ কে?

উত্তর এলো ঃ

আমি সাদ।

কি জন্য এসেছো?

সাদ জবাবে বললেন ঃ

সাদের হাজার জীবন অপেক্ষা আল্লাহর রাসূল (সা) আমার কাছে অতি প্রিয়। এই ঠাণ্ডার রাতে আপনার ব্যাপারে আমার আশংকা ছিল। তাই পাহারার জন্য হাজির হয়েছি।

খুশি হলেন আল্লাহর রাসূল। বললেন ঃ

সাদ! আমার চোখ খোলা ছিল। আমি আশা করেছিলাম আজ যদি



www.icsbook.info

কোনো নেককার বান্দাহ আমার হিফাজত করতো।

হযরত সাদ ছিলেন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান এবং প্রজ্ঞাসম্পন্ন।

বিভিন্ন সময়ে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

হযরত সাদ ছিলেন বহু অর্থ-সম্পদের মালিক।

মৃত্যুকালে তবুও তিনি চেয়ে নিলেন একটি অতি পুরনো পশমী জুব্বা। বললেন ঃ

এটা দিয়েই তোমরা আমাকে দাফন দেবে। কারণ এই জুব্বা পরেই আমি বদর যুদ্ধে কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়েছি। আমার ইচ্ছা, এটা নিয়েই আমি আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হই।

অনেক পরিচয়ে সাদ পরিচিত।

কিন্তু সবচেয়ে তার বড় পরিচয় হলো—তিনি ছিলেন আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহ।

অর্থাৎ জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের অন্যতম এবং তিনিই হলেন এই দলের সর্বশেষ ব্যক্তি।

হযরত সাদ।

আল্লাহর রাস্তায় জীবন বিলিয়ে যিনি হয়েছিলেন ধন্য।

যিনি ছিলেন আত্মত্যাগকারী এক মহান সাহসী পুরুষ।

হযরত সাদ।

মৃত্যুকালে হযরত সাদ ছিলেন ঐতিহাসিক বদরের সেই পুরনো জুব্বার ভেতর যেন একটি প্রশান্ত জোছনার পাখি।



www.icsbook.info

# অপূর্ব প্রতিশোধ

অত্যন্ত নির্ভীক এবং সাহসী ছিলেন হযরত উসাইদ। তার পিতা হুদাইর ছিলেন সেই সময়কার একজন গোত্রপতি।

ইসলাম পূর্ব যুগে আউস গোত্রের বিখ্যাত ব্যক্তি হিসেবে উসাইদের পিতা হুদাইয়ের নামটি ছড়িয়ে পড়েছিল আরবের বহুদূর পর্যন্ত।

এমন বিখ্যাত ব্যক্তির ঘরে জন্মেছিলেন হযরত উসাইদ।

পিতা বিখ্যাত হলে কি হবে, ইসলাম গ্রহণ না করায় পিতা-পুত্রের মধ্যে গড়ে উঠেছিল ব্যবধানের পর্বত। সেই ব্যবধান ছিল বিশ্বাসের। সেই ব্যবধান ছিল চরিত্রের।

ইসলাম গ্রহণের আগে অন্যান্য কাফেরদের মতো উসাইদও ছিলেন ইসলাম ও মুমিনদের ব্যাপারে দারুণ ক্ষিপ্ত। তিনি সহ্যই করতে পারতেন না এসব।

হযরত মুসয়াব মদীনায় এলেন। সেখানে তিনি অতিথি হন হযরত আসআদের বাড়িতে। সেখানে, বনী জাফর গোত্রে বসে মুসয়াব কুরআন শিক্ষা দিতে থাকেন মানুষকে।

একটি বাগানে বসে একদিন মুসয়াব কুরআনের তালিম দিচ্ছিলেন। কথাটি উসাইদ জানতে পেরে ভীষণভাবে ক্ষেপে গেলেন। তিনি



www.icsbook.info

ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্য দ্রুত ছুটে গেলেন বাগানের দিকে। সেখানে পৌঁছে খুব মেজাজের সাথে মুসয়াবকে বললেন, তোমাদের সাহস তো কম নয়? আমাদের দুর্বল লোকদের বোকা বানিয়ে মুসলমান বানাচ্ছো? যদি ভালো চাও, তাহলে এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যাও।

উসাইদের তীব্র ঘৃণা আর মেজাজ দেখেও এতটুকু দমে গেলেন না হযরত মুসয়াব। তিনি ক্ষেপেও গেলেন না। বরং হাসিমুখে বিনীতভাবে বললেন, আপনি বসুন। আমার কথা একটু শুনুন। পছন্দ হলে কবুল করবেন, পছন্দ না হলে করবেন না। আমি তখন এখান থেকে চলে যাব।

উসাইদ হযরত মুসয়াবের এমন সুন্দর যুক্তির কথায় খুশি হলেন। তিনি বসে পড়লেন।

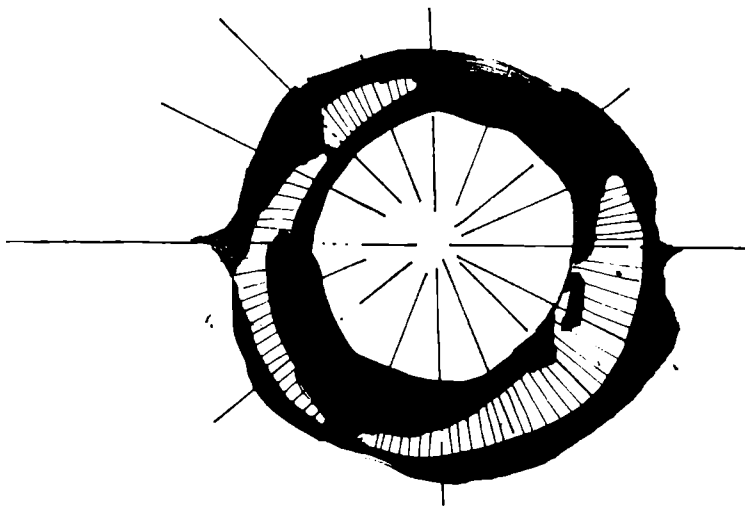

মুসয়াব ধীরে ধীরে ইসলামের মর্মকথা আল্লাহ ও রাসূলের কথা খুব চমৎকারভাবে তার সামনে তুলে ধরলেন। তারপর তিলাওয়াত করলেন



www.icsbook.info

কুরআনের কিছু আয়াত।

সব শুনে উসাইদ তো হতবাক।

মুসয়াব যতই কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করেন, ততোই পাল্টে যেতে থাকে উসাইদের চেহারা। এক পর্যায়ে তিনি দারুণভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েন।

মুসয়াবের দিকে একেবারেই ঝুঁকে পড়ে বললেন, দারুণ! এই চমৎকার ধর্মে প্রবেশ করা যায় কীভাবে?

হযরত মুসয়াব অত্যন্ত খুশি হলেন। বললেন, এই দীনে দাখিল হওয়া খুবই সহজ। প্রথমে গোসল ও পাক-পবিত্র কাপড় পরে কালিমা উচ্চারণ করতে হবে। তারপর নামায আদায় করতে হবে।

মুসয়াবের কথা শেষ না হতেই উসাইদ দ্রুত উঠে পড়লেন। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার ফিরে এলেন।

মুসয়াব দেখলেন, উসাইদ তখনো হাঁপাচ্ছেন এবং তার মাথা দিয়ে পানির ফোটা গড়িয়ে পড়ছে। তার পরনে পরিষ্কার কাপড়।

মুসয়াব বুঝলেন, উসাইদ গোসল করে পাক-পবিত্র কাপড় পরে তারপর আবার ছুটে এসেছেন।

উসাইদ বললেন, আর দেরি নয়। এবার আমাকে এই সুন্দর ধর্মে অনুপ্রবেশের সুযোগ দিন।

উসাইদের প্রবল আগ্রহ তার চোখে-মুখে ঢেউ তুলছিল। সত্য-সুন্দরের আলোয় তার চেহারা হেসে উঠলো।

হযরত মুসয়াব উসাইদকে কাছে, আরও কাছে টেনে নিলেন। আর উসাইদ মুসয়াবের হাতে হাত রেখে উচ্চারণ করলেন,

আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু–



www.icsbook.info

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা) তার বান্দা ও রাসূল।

কলেমা শাহাদাত পাঠ করার পর তিনি উঠতে উঠতে মুসয়াবকে বললেন, আমি যাচ্ছি। অন্য নেতাদেরকেও পাঠিয়ে দিচ্ছি। তাদেরকেও মুসলমান বানিয়ে ছাড়বেন।...

উসাইদ গিয়েছিলেন মুসয়াবকে শাস্তি দেবার জন্য। মহল্লা থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য। গিয়েছিলেন ইসলামকে মুছে ফেলার শপথ নিয়ে। কিন্তু, তিনি ফিরে এলেন ইসলামকে দিক-বিদিক ছড়িয়ে দেবার দুরন্ত শপথ নিয়ে। এবং সেই যে শপথ নিয়েছিলেন, আর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি তার শপথ রক্ষা করেছিলেন।

উসাইদ ছিলেন সত্যের পক্ষে এক জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি।

যেমন ছিল তার সাহস, তেমনি ছিল ঈমানী দৃঢ়তা।

উহুদের যুদ্ধে উসাইদের নেতৃত্বে একদল সৈনিক রাসূলের (সা) দরোজায় পাহারা দিতেন।

যুদ্ধ চলছে প্রচণ্ড গতিতে। এমনি চরম মুহূর্ত যে, প্রায় সকল সাহাবী বিক্ষিপ্তভাবে ছিটকে পড়লেন রাসূল থেকে অনেক দূরে। এমন সংকটময় সময়ে মাত্র কয়েকজন সাহাবী নিয়ে পর্বতের মতো উসাইদ দাঁড়িয়ে থাকেন রাসূলের (সা) পাহারায়। এই সামান্য, মুষ্টিমেয় সত্যের সৈনিক নিয়েই উসাইদ গড়ে তোলেন এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর। উহুদ যুদ্ধে হযরত উসাইদের শরীরের সাতটি স্থান দারুণভাবে আহত হয়। কিন্তু তারপরও সুদৃঢ় ছিলেন তিনি সত্যের পক্ষে, আল্লাহ ও রাসূলের (সা) পক্ষে।

উসাইদ ছিলেন মিথ্যার বিরুদ্ধে বারুদ স্ফুলিঙ্গ। ছিলেন অকপট।

খন্দকের যুদ্ধ।

যুদ্ধ শেষ হবার দশ দিন পরও মুসলমানরা মদীনায় ঘেরাও অবস্থায় ছিলেন। মক্কার পৌত্তলিক বাহিনী মুসলিম নেতৃবৃন্দের খোঁজে রাত-



www.icsbook.info

বিরাতে ঘোরা-ফিরা করতো। এমনি সংকট কালে হযরত উসাইদ দুইশো লোক নিয়ে খন্দক রক্ষা করেন।

খন্দক যুদ্ধ শেষ হবার পর গাতফান গোত্রের লোকেরা খুব লুটতরাজ শুরু করলো।

তাদের নেতাকে মদীনায় ডেকে পাঠালেন রাসূল (সা)। তাদের নেতা। রাসূলের কাছে হাজির হয়ে বললো, যদি মদীনায় উৎপাদিত ফলের একটি অংশ তাদের দেওয়া হয় তাহলে এর একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

উসাইদ দাঁড়িয়েছিলেন তাদের পাশেই। একথা শুনার সাথে সাথে তিনি হাতের নিষা দিয়ে দু'জনের মাথায় টোকা মেরে রাগের সাথে বললেন, খেঁকশিয়াল! দূর হ এখান থেকে।

উসাইদের কথায় গাতফান গোত্রের নেতা-আমের ইবন তুফাইল খুব ক্ষেপে গেল। তার কণ্ঠে ক্রোধের আগুন।

জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে?

–আমি? আমি উসাইদ ইবন হুদাইর।

–কাতাইবের পুত্র?

–হ্যা।

–তোমার পিতা তোমার চেয়ে ভাল।

একথা শুনার সাথে সাথেই উসাইদ গর্জে উঠলেন। বললেন, না! কক্ষণো না। আমি তোমাদের সবার চেয়ে ভাল। আমি আমার পিতার চেয়েও ভাল। কারণ তিনি কাফের ছিলেন।

কী বিস্ময়কর জবাব! ভাবাই যায় না।

এই তেজদীপ্ত সাহসী মানুষটি ছিলেন আবার ইবাদাতের ব্যাপারে অসম্ভব একনিষ্ঠ। ইবাদাতের সময় তিনি নিবিড়ভাবে মিশে যেতেন



www.icsbook.info

আল্লাহর দিদারে। তখন তিনি হয়ে যেতেন অন্য জগতের অন্য এক মানুষ। হয়ে যেতেন মোমের চেয়েও কোমল, শিশুর চেয়েও সরল।

ইসলাম কবুলের পর তিনি জাগতিক সকল স্বার্থ ত্যাগ করেন। ত্যাগ করেন পার্থিব লোভ-লালসা আর ভোগ-বিলাস। ক্রমাগত ইবাদাতের মাধ্যমে তিনি লাভ করেন আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং সমৃদ্ধি। আধ্যাত্মিক সাধনায় তিনি এতটাই উন্নতি লাভ করেন যে, তার চোখের সকল পর্দা দূর হয়ে যায়।

হযরত উসাইদ কুরআন তিলাওয়াত করতেন অত্যন্ত মধুর কণ্ঠে।

একদিন রাতে তিনি একান্ত আবেগ-উচ্ছাসের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করছেন। খুব দরদ দিয়ে, ভক্তির সাথে। তার নিকটেই বাঁধা ছিল একটি ঘোড়া। উসাইদের তিলাওয়াতের সাথে সাথে ঘোড়াটি লাফাতে থাকে। তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করলে ঘোড়াটিও থেমে যায়। আবার তিলাওয়াত শুরু করলে ঘোড়াটিও লাফানো শুরু করে।

উসাইদ ব্যাপারটি লক্ষ্য করলেন। পাশেই শুয়েছিলেন তার পুত্র ইয়াহইয়া। তিনি এই ভেবে শংকিত হলেন যে, এভাবে চলতে থাকলে হয়তো বা ঘোড়ার পায়ে পিষে যাবে ছেলেটি। তৃতীয় বারের মাথায় তিনি বাইরে এসে দেখেন, আকাশে একটি ছায়ার মত আচ্ছাদন এবং তার মধ্যে বাতির যেন এক অসাধারণ আলো জ্বলছে।

তিলাওয়াত শেষ হয়ে গিয়েছিল। এরপর তিনি আকাশের দিকে তাকালেন। আর কী আশ্চর্য! আকাশের দিকে তাকাতেই আলোটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

সকালে উসাইদ রাসূলকে (সা) ঘটনাটি খুলে বললেন। সব শুনে রাসূল (সা) বললেন, ফিরিশতারা কুরআন তিলাওয়াত শুনতে এসেছিল। তুমি যদি সকাল পর্যন্ত তিলাওয়াত করতে তাহলে অন্য লোকেরাও তাদেরকে দিনের আলোয় দেখতে পেত।



www.icsbook.info

হযরত উসাইদ ছিলেন বহুমাত্রিক গুণের অধিকারী এক অসাধারণ মানুষ। একাধারে ছিলেন—সাহসী যোদ্ধা, বুদ্ধিমান, পরহেজগার, দীনদার এবং রাসূলপ্রেমিক। এছাড়াও ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত খোশ মেজাজী, রসিক প্রকৃতির।

একবার রাসূল (সা) একটু কৌতুক করে উসাইদের কোমরে সামান্য আঘাত করেন। সাথে সাথে উসাইদ বললেন, আপনি আমাকে ব্যথা দিয়েছেন।

রাসূল (সা) বললেন, তুমি এর প্রতিশোধ নিয়ে নাও।

উসাইদ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যখন আমাকে ব্যথা দিয়েছিলেন, তখন আমার গায়ে জামা ছিল না। কিন্তু আপনার গায়ে তো জামা।

রাসূল (সা) হেসে উঠলেন। তারপর গায়ের জামাটা খুলে ফেললেন। আর সাথে সাথেই রাসূলকে (সা) জড়িয়ে ধরে উসাইদ তাঁর পাঁজরে চুমুর পর চুমু দিতে লাগলেন। পরে বললেন, ইয়া রাসূল! আমি এমনটিই ইচ্ছা করেছিলাম।

কী চমৎকার অপূর্ব এক মধুরতম প্রতিশোধ!



www.icsbook.info

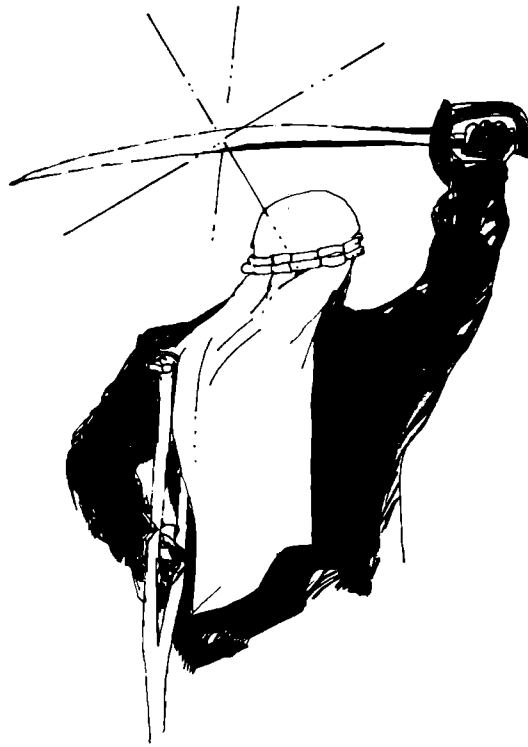



www.icsbook.info

# খোঁড়াপায়ে ঘোড়ার গতি

আনসার সম্প্রদায়ের একজন বিখ্যাত নেতা।

শুধু সমাজের নেতা নন। জাহেলী যুগে তিনি ধর্মীয় নেতাও ছিলেন। খুবই সম্মানিত ব্যক্তি। চারদিকেই তার জৌলুস। নাম আমর। তার এক ছেলের নাম মুয়াজ।

মুয়াজ ইসলাম গ্রহণ করে নবীজীর (সা) সাথে দীনের দাওয়াতের কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু পিতা? তার পিতা আমর তখনও ইসলাম কবুল করেন নি।

ছেলে মুয়াজের মনে দারুণ কষ্ট। হাজার হোক পিতা। তিনি দেখছেন, তার পিতা জাহান্নামের আগুনের মধ্যে আছাড় খাচ্ছেন। ছেলে হয়ে পিতার এই কষ্ট কীভাবে তিনি সইবেন?

গভীরভাবে ভাবতে থাকেন মুয়াজ।

হঠাৎ, একদিন তার মাথায় একটি বুদ্ধি খেলে গেল। তারপর একদিন সবার অজান্তে তারা দু'বন্ধু মিলে একটি দারুণ কাজ করে ফেললেন।

সেই কাজটি হলো,

আমরের ছিল একটি মূর্তি। মূর্তিটাকে তিনি দারুণ ভালোবাসতেন। তাকে উপাসনা করতেন। আদর করতেন।



www.icsbook.info

আমরের সেই মূর্তিটাকে তার ছেলে মুয়াজ এবং তার বন্ধু—দু'জন মিলে সবার অগোচরে রাতের গভীরে ফেলে দিয়ে এলেন নোংরা আবর্জনার গর্তে।

পরদিন সকাল।

আমর প্রতিদিনের মত প্রথমেই উপাসনার জন্য ছুটে গেলেন পরমপ্রিয় মূর্তিটার কাছে। কিন্তু কী আশ্চর্য! মূর্তিটা গেল কোথায়?

তার অতি প্রিয় মূর্তিটা পড়ে আছে নোংরা আর্বজনার ভিতর।

প্রিয় জিনিসটার এমন বেহাল অবস্থা দেখে দুচোখ ফেটে কান্না উথলে উঠলো আমরের। হায়! মূর্তিটার এ কী দশা! কারা করলো এমনটি? আর যারাই করুক না কেন, বিনা প্রতিবাদে, বিনা প্রতিরোধে সে এখানে এলো কেন? আমি যাকে উপাসনা করি, তার তো নিশ্চয়ই ক্ষমতা আছে! সে কি পারলো না তার ক্ষমতা দিয়ে দুষ্টদের প্রতিহত করতে!

হাজার প্রশ্ন, হাজার জিজ্ঞাসা আমরের মনে।

সব প্রশ্ন একসময় দূরে ঠেলে দিয়ে তিনি সেটাকে তুলে আনলেন নোংরার ভেতর থেকে। তারপর সেটা ধুয়ে মুছে সাফ করলেন। তার গায়ে লাগালেন আতর–সুঘ্রাণ। আনন্দে তার মনটা দুলে উঠলো। আহ! এই তো তুমি কেমন হেসে উঠছো।

খুব খুশি মনে উপাসনা করে এবার মূর্তিটার কাঁধে ঝুলিয়ে রেখে দিলেন একখানি ধারালো তরবারি। বললেন, আমি তো জানি না কে তোমাকে এমনভাবে অপমান করেছে! জানলে নিশ্চয়ই তাকে শাস্তি দিতাম। তবে এই রেখে দিলাম তোমার কাঁধে তরবারি। এবার যদি আসে দুষ্টরা, তাহলে। —তাহলে উচিত মত তাদেরকে শস্তি দিয়ে দেবে। নিশ্চয়ই পারবে তুমি। কারণ তুমি শক্তিশালী। আর তুমি শক্তিশালী বলেই তো তোমাকে উপাসনা করি।



www.icsbook.info

দিন গড়িয়ে আবার নেমে এলো রাত।

বন্ধুসহ মুয়াজ দেখলেন তার পিতার কাণ্ড-কারখানা। হাসলেন মনে মনে। কী করা যায় এবার? কীভাবে ভুলের পথ থেকে আলোর পথে, সঠিক পথে আনা যায় পিতাকে? দুই বন্ধু মিলে এবার আর একটি ফন্দি আঁটলেন।

গভীর রাত। চারদিক নীরব-নিস্তব্ধ।

মুয়াজ এবং তার বন্ধু মিলে পা টিপে টিপে পৌঁছে গেলেন আমরের সেই উপাস্যের কাছে। তারপর আস্তে করে তার কাঁধ থেকে খুলে নিলেন পিতার ঝুলিয়ে রাখা তরবারি। তারপর সেখানে, সেই কাঁধে ঝুলিয়ে দিলেন তরবারির বদলে একটি—মরা-পচা কুকুর। তারপর মূর্তিটাকে এবার ফেলে দিয়ে এলেন একটি ময়লার গর্তে।

রাত শেষে আবার এলো সকাল।

মহা খুশিতে সকালের প্রথমেই উপাসনার জন্য ছুটে গেলেন আমার মূর্তিটার কাছে। কিন্তু হায়! আমার উপাস্য কোথায়? আঁতকে উঠলেন আমর।

খুঁজতে থাকলেন চারপাশ।

খুঁজতে ঝুঁজতে অবশেষে সেটা পেলেন তিনি একটি জঘন্য আবর্জনার ভেতর। দেখেই তিনি পিছে হটলেন কিছুটা।

একি! কী সাংঘাতিক ব্যাপার!

আমার উপাস্য যে, যার এত শক্তি, সেই কিনা এই ময়লার ভেতর পড়ে আছে? আর তার কাঁধে ঝুলছে তরবারির বদলে মরা কুকুর? কী সর্বনাশ! এতটুকু আত্মরক্ষার ক্ষমতাও তাহলে নেই আমার উপাস্যের?

প্রশ্নের পর প্রশ্ন।

প্রশ্নের বানে ঝাঁঝরা আমরের হৃদয়-মন।



www.icsbook.info

তাহলে? তাহলে কি বৃথায় এতটা কাল আমি উপাসনা করেছি একটি ভুল উপাস্যের? যার কোনো ক্ষমতা বা শক্তিই নেই? নেই যার আত্মরক্ষার মত এতটুকু সামর্থ? ছি! কী বোকাই না আমি। অপদার্থ আর কাকে বলে।

লজ্জা আর ঘৃণায় তিনি মুহ্যমান। আহত তিনি তার কৃত অপকর্মের জন্য। অনুশোচনার আগুনে তিনি দগ্ধ হচ্ছেন তিলে তিলে।

ধিক্কার! শত ধিক্কার তোমাকে, হে জড়পদার্থ!

মূর্তিটার দিক থেকে ঘৃণায় এবং ক্ষোভে মুখ ফিরিয়ে নিলেন আমর এবং তারপর।—

তারপর তিনি একসময় ছেলের পথ অনুসরণ করে কবুল করলেন ইসলাম।

পিতাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন মুয়াজ। তাদের চোখ থেকে শ্রাবণের ঢলের মত ক্রমাগত ঝরে পড়ছে আনন্দের অশ্রু। এ আনন্দের অনুভূতিই অন্যরকম। কারণ পিতা আমর ফিরে এসেছেন অন্ধকারের পথ থেকে আলোর পথে। মিথ্যার পথ থেকে সত্যের পথে। মূর্তির উপাসনা বাদ দিয়ে আল্লাহর ইবাদাতের দিকে। রাসূলের (সা) দিকে। ইসলামের দিকে। এই খুশির ভাষাই আলাদা।

আমরের সেই জাহেলী যুগের বেদনাদায়ক অনুভূতি কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে তার একটি কবিতায় ঃ

১. আল্লাহর নামের শপথ?
যদি তুমি ইলাহ হতে
তাহলে ময়লার গর্তে এভাবে কুকুরের সাথে
বাঁধা থাকতে না, একসাথে।



www.icsbook.info

২. সকাল প্রশংসা মহান আল্লাহর,
যিনি দানশীল
সৃষ্টির রিযিকদাতা
আর দীনের বিধান দানকারী।

৩. তিনি আমাকে বাঁচিয়েছেন—
কবরের অন্ধকারে বন্দী হওয়ার আগে।

আর একটি কবিতায় তিনি বলেছেন ঃ

১. আমি পুতঃপবিত্র আল্লাহর নিকট তওবা করছি।
আমি ক্ষমা ভিক্ষা করছি আল্লাহর আগুন থেকে।

২. প্রকাশ্য ও গোপনে
আমি তাঁর অনুগ্রহের জন্য
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও প্রশংসা করছি।

হযরত আমর।

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি বদলে গেলেন আমূল। এখন তার চোখে কেবল সত্যের আলো। আলো আর আলো। আর হৃদয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের মত তোলপাড় করে কেবল শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা।

বদর যুদ্ধে হযরত আমর যোগদান করতে পারেন নি। কারণ ঐ সময়ে তিনি পায়ে প্রচণ্ডভাবে আঘাত পান। সেই আঘাতে তিনি খোঁড়াও হয়ে যান।

কিন্তু বদর যুদ্ধে অংশ নিতে না পারার বেদনায় তিনি ছিলেন কাতর। প্রতি পলে পলে তিনি সেই যন্ত্রণা অনুভব করতেন। এরপর এলো ওহুদের যুদ্ধ।



www.icsbook.info

ওহুদের যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলেই আমর এবার ডাকলেন ছেলেদের। বললেন, দেখ! তোমরা আমাকে বদরে যেতে দাওনি। আমার পা খোঁড়া। তাতে কী হয়েছে? আমিও যুদ্ধ করতে জানি। এই খোঁড়া পা নিয়েই আমি ওহুদে যেতে চাই। চাই আমার শেষ শক্তিটুকু দিয়ে যুদ্ধ করতে। না, তোমাদের কোনো কথাই আজ আর আমি শুনবো না।

আমরের ছিলো চারজন তাগড়া জোয়ান ছেলে। যাদের সাহস ছিল সিংহের মত। যারা ছিলেন ইসলামের এক-একজন সাহসী সৈনিক। তারা মিনতি করে বললেন, আব্বা! আপনি মাজুর মানুষ। এই খোঁড়া পা নিয়ে আপনার যুদ্ধে যাবার দরকার নেই। আমরা তো যাচ্ছিই।

তাদের কথা শুনে ক্ষেপে উঠলেন আমর।

রাগে গর গর করতে করতে তিনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে গেলেন



www.icsbook.info

রাসূলের (সা) কাছে। বললেন, তার হৃদয়ের একান্ত বাসনার কথা।

সব শুনে রাসূলও (সা) বললেন, আল্লাহ তো আপনাকে মাজুর করেছেন। জিহাদ আপনার ওপর ফরজ নয়।

কিন্তু তবুও গোঁ ধরলেন আমর। তিনি যেতে চান ওহুদ প্রান্তরে।

আমরের দৃঢ়তা আর অদম্য বাসনা দেখে রাসুল (সা) আমরের ছেলেদেরকে বললেন, যাক না যুদ্ধে। তোমরা আর তাকে বাধা দিওনা। আল্লাহ পাক হয়তো তাকে শাহাদাত দান করবেন।

আমর যুদ্ধে গেলেন।

ওহুদের যুদ্ধ! ভীষণ যুদ্ধ!

আমরও তার খোঁড়া পা নিয়ে প্রাণপণে যুদ্ধ করে যাচ্ছেন।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলিম বাহিনী পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লো সমগ্র মুসলিম বাহিনী।

ঠিক এমনি সময়।—

এমনি চমর দুঃসময়েও হযরত আমর তার আদরের সন্তান খাল্লাদকে সাথে নিয়ে লড়ে চললেন মুশরিকদের বিরুদ্ধে।

এবং এভাবে লড়তে লড়তেই একসময় পিতা-পুত্র দুজনই ঢলে পড়লেন পরম তৃপ্তিতে শাহাদাতের কোমল কোলে।

শাহাদাতের পর আমরকে কবর দেয়া হলো ওহুদের পাদদেশে, পানির নালার ধারে।

এর ছেচল্লিশ বছর পর।—

পানির স্রোতে কবরটি ভেঙ্গে গেলে তাকে অন্যত্র কবর দেয়া জরুরী হয়ে পড়ে।

কিন্তু কী আশ্চর্য!



www.icsbook.info

ছেচল্লিশ বছর পর, আমরের লাশটি কবর থেকে উঠানো হলে দেখা গেল–লাশটি সম্পূর্ণ অক্ষত এবং তাজা রয়ে গেছে। দেখলে বুঝাই যাবে না যে আমর ছেচল্লিশ বছর আগে শাহাদাত বরণ করেছেন। বরং মনে হবে, তিনি এইমাত্র শাহাদাত লাভ করেছেন।

এযে শহীদের লাশ!

আর শহীদের রাশ নষ্ট হবে কিভাবে?

হযরত আমর।

খোঁড়া হয়েও তিনি ছিলেন শাহাদাতের পিপাসায় পিপাসার্ত। আর এতই তৃষিত এবং পিপাসার্ত ছিলেন যে তিনি তার সেই খোঁড়া পা নিয়েও দ্রুত,খুব দ্রুত তাজি ঘোড়ার মত ছুটে চলেছেন পিপাসার পানি—অর্থাৎ শাহাদাতের দিকে।

খোঁড়া পায়ে ঘোড়ার গতি!

হ্যাঁ,একমাত্র আমরের মত অসীম সাহসী যোদ্ধারাই সৃষ্টি করতে পারেন এমনি বিস্ময়কর ইতিহাস!

www.icsbook.info

www.icsbook.info